# অমৃতবাজার পত্রিকা

মূল্যঃ—অগ্রিম বার্ষিক ৬৷৹, ডাক মাশুল ১৷৹, ষাণ্মাসিক ৩৫৹, ডাক মাশুল ৫৹, ত্রৈমাসিক ২৸৹, ডাক মাশুল ।৵৹ আনা। অনগ্রিম বার্ষিক ৮৷৹, ডাক মাশুল ১৷৹ টাকা

বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্যঃ—প্রতি পংক্তি, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার ৵৹, চতুর্থ ও ততোধিকবার ৵৹ আনা। ইংরেজী প্রতি পংক্তি ।৹ আনা।

৭ম ভাগ } কলিকাতাঃ— ২৬ আষাঢ় বৃহস্পতিবার, সন ১২৮১ সাল। ইং ৯ জুলাই ১৮৭৪ খৃঃ অব্দ। } ২২ সংখ্যা



OOLA

BERHAMPORE 12 JUL 1 DELY


বিজ্ঞাপন।

## কলিকাতা

## বহুবাজার ষ্ট্রিট নং ৯২

### শ্রীযুত হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার

### ধাতু দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

অনেক পুরুষ ও স্ত্রী ধাতু দৌর্ব্বল্য ও ইন্দ্রিয় শিথিলতা জন্য সর্ব্বদা মনঃ ক্লেশে কালযাপন করেন। কোন প্রকার চিকিৎসায় ফল প্রাপ্ত না হইয়া হতাশ্বাস হয়েন।

যাঁহারা এই মহৌষধ গ্রহণে ইচ্ছা করেন তাঁহারা পীড়ার অবস্থা বিস্তারিত রূপে লিখিবেন এবং ঔষধের মূল্য ইত্যাদির জন্য প্রথমতঃ ৫ পাঁচ টাকা পাঠাইবেন। রোগীর নাম, ধাম আমাদিগের দ্বারা প্রকাশের আশঙ্কা নাই।

শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার হেয়াররিপ্রজারভার।

নিয়ম মত কিছু দিন ব্যবহার করিলে যুবা ও মধ্য- ব্যক্তি দিগের আর শুক্লবর্ণ চুল থাকিবেনা। চুল ...ট হইবে এবং মস্তকের এম প্রকৃতাবস্থা প্রাপ্ত

... শিশিরের মূল্য ১ টাকা। ডাক ... ।৹ আনা।

...ও হিমসাগর তৈল ও কুষ্ঠ রোগের ...য় মঞ্জন, ( tooth powder ) ...স্থানে পাওয়া যায়।

...টী ওরিয়েণ্টেল এপথিক্যা- ...কাম্পানির নিকট ও ...ী এবং ৫৫নং কালে... [redacted] ...ব।

ব্যায়াম শিক্ষা। [redacted]

প্রথম ভাগ।

মূল্য ।৹ আনা। সংস্কৃত ডিপজিটারি ৫৫ নং কলেজ ষ্ট্রিট ক্যানিং লাইব্রেরি ও৯২ নং বহুবাজারে প্রাপ্তব্য।

---

সংক্রামক জ্বরের মহৌষধ।

সহস্র সহস্র পরীক্ষা দ্বারা এই ঔষধের গুণ পরীক্ষিত হইয়াছে। হুগলী ও বর্দ্ধমান প্রভৃতি সংক্রামক জ্বর প্রপীড়িত জেলায় ইহা বাহুল্য রূপ ব্যবহার হইতেছে। জ্বর, প্লীহা যকৃৎ, শোঁথ প্রভৃতি যে সমস্ত পীড়া মেলেরিয়া বা অতিরিক্ত কুইনাইন ব্যবহার দ্বারা জন্মে তাহার বিশেষ প্রতীকারক। মূল্য ২ টাকা ...ডাকমাশুল।

অর্শরোগের মহৌষধ।

বিশেষ পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে ইহা দ্বারা সর্ব্বপ্রকার অর্শ এককালে আরোগ্য হয়। মূল্য ১৷৹ টাকা ...য়ডাক মাশুল।

টাকরোগের মহৌষধ।

অনেকের বিশ্বাস যে, টাক কখন আরোগ্য হয় না কিন্তু এ ঔষধ ব্যবহার করিলে ...স মত অবশ্যই দূর হইবে। মূল্য ১৷৹ টাকা ...ডাকমাশুল।

...উক্ত ঔষধ কয়েকটি কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রিট ...পক ভবনে শ্রীযুক্ত বেহারিলাল ভাদুড়ীর ...দের পাওয়া যাইবে।

---

বান্ধব।

মাসিক পত্র ও সমালোচন। রয়েল ২৪ পৃষ্ঠা ...লেবর। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১ টাকা ডাকমাশুল

৵৹। গ্রহণেচ্ছুগণ নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখিবেন।

শ্রীকালী প্রসন্ন ঘোষ

ঢাকা বান্ধব কার্য্যালয়

---

বরিশাল লোন আফিস লিমিটেড। মূল ধন ২০০০০ টাকা, প্রতি অংশের মূল্য ২৫ টাকা, ৩৫০ অংশ বিক্রয় অবশিষ্ট আছে যাহার ইচ্ছা ক্রয় করিতে পারেন।

শ্রীপ্যারীলাল রায় বি, এল

৫ ই বৈশাখ ১২৮১। মেনেজিং ডিরেকটর

---

কলিকাতাস্থিত হাইকোর্ট বিচারালয়ের সাধারণ আদিম দেওয়ানী বিভাগের সন ১৮৭২ সালের ১৯ নম্বরের মোকদ্দমা, যাহাতে উমাচরণ ঢোল বাদী ও মৃতা শ্রীমতি নিতাম্বনী দাসী প্রতিবাদিনী ছিল এবং যে মোকদ্দমা একহাজার আটশত তেয়াত্তর সালের পঁচিশে তারিখের হুকুমানুসারে উক্ত প্রতিবাদিনীর দুই নাবালক পুত্র আশুতোষ বসু ও ভোলানাথ বসুর প্রতিকুলে বর্ত্তিয়াছে, সেই মোকদ্দমার ডিক্রী অনুসারে নিম্ন লিখিত সম্পত্তি একহাজার আটশত চুয়াত্তর সালের আঠারই জুলাই শনিবার অপরাহ্ন তিন ঘটিকার সময় উক্ত আদালতের রেজিষ্ট্রার সাহেব কর্ত্তৃক উক্ত আদালত গৃহের দোতালাস্থিত তাঁহার নীলামঘরে নিশ্চয়ই বিক্রয় হইবে। সম্পত্তি যথাঃ—

সহর কলিকাতার উত্তর বিভাগ স্থিত বানিয়াটোলা ষ্ট্রিট স্থিত ৯ নং সাবেক ২।৮।১ [redacted] ভদ্রাসন বাটীর অর্দ্ধভাগ বা অংশের দরব হকুক, যে অর্দ্ধাংশ একটী প্রাচীরের দ্বারা পৃথক রূপে বিভক্ত করা আছে, এবং যে অর্দ্ধাংশের সীমানা এই এই। উত্তরে কথকাংশে বিহারীলাল দাঁর ভদ্রাসন বাটী ও কথকাংশে লোকের চলা ফেরার জন্য একটী ক্ষুদ্র পথ। দাক্ষিণে শ্রীমতী বিনোদিনী দাসীর খরিদা জমি, যাহা এইক্ষণ পার্ব্বতী চরণ রায়ের খরিদা এবং যাহা উপরোক্ত অর্দ্ধাংশ ভদ্রাসন বাটির অপর বিভক্ত যে অর্দ্ধাংশের সাবেক ২।৮ নং এবং এইক্ষণ ১০ নং। পূর্ব্ব দিকে সনাতন কর্ম্মকারের বাটী যাইবার একটী সাধারন গলি। এবং পশ্চিমে গবর্নমেণ্টের সরকারী ড্রেণ। এই অর্দ্ধাংশে আন্দাজ দুই কাঠা তিন পোয়া জমি সমেত তদুপরিস্থিত গৃহ সমুদয়।

অন্যান্য বিবরণ য্যাটর্নী য্যাট লা মিস্থুযার্শ ধর এবং মিত্রের হেষ্টিংশ ষ্ট্রীট স্থিত ৩ নং আফিসে তত্ত্ব করিলে জানা যাইতে পারিবে।

হাইকোর্ট রেজিষ্ট্রারের আফিস ১৭ ই জুন। ১৮৭৪ } আর, বেল চেম্বারস রেজিষ্ট্রার।

(১)

---

CALCUTTA HOMEOPATHIC DISPENSARY.
CEANOTHUS AMERICANUS.
OR
NEW AMERICAN SPECIFIC FOR SPLEEN.

It has been "used in worst cases ever seen, from tender infancy to old age." It is "yet to be seen or heard of its failure in a single case however inveterate." *Atlanta Medical Journal.*

Sold in one ounce bottle. PRICE Rs. 3-8 and Annas 4 for packing charges when sent into the Muffusil.

R. K. MITTER. & Co.
*Homeopathic Practitioners.*
*No. 349, Chitpore Road.*

---

✓ আমিতো উন্মাদিনী।

নাটক।

মূল্য ।৵০ ছয় আনা। ডাকমাশুল ৴০ এক আ- অমৃতবাজার পত্রিকা আফিসে, পাবনার অন্তর্গত চাটমোহর হরিপুর শ্রীযুক্ত বাবু হরি নাথ বিশ্বাসের নিকট এবং বোয়ালিয়ায় শ্রীযুক্ত বাবু হরি কুমার রায়ের নিকট প্রাপ্তব্য।

---

✓ পুরু বিক্রম নাটক।

সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে, পটলডাঙ্গা পুস্তক বিক্রেতাদিগের নিকট ও ৫১ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট বাল্মীকি যন্ত্রালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। মূল্য এক টাকা, ডাক মাশুল ৵৹ দুই আনা। (৩)

---

বাঙ্গলা দেশের অন্তর্গত ফোর্ট উইলিয়ম স্থিত হাইকোর্ট অব জুডীকেচারের সাধারণ আদিম সিবিল এলাকাধীন ১৮৭৩ সালের ৪৪ নম্বরের মকর্দ্দামার ডিক্রী অনুসারে (যে মকর্দ্দমায় নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণ বাদী অর্থাৎ বাঙ্গালা প্রদেশের অন্তর্গত মুর্শিদাবাদ জেলার অধীন আজিমগঞ্জ বাসী বুদ্ধ সিং এবং বিশেন চাঁদ যাহারা কলিকাতা সহরের বড় বাজারের ক্রাস ষ্ট্রিটে মুল চাদ হরেক চাঁদ নাম ধারণ করিয়া একত্রে ব্যবসা করে এবং যাহারা সে-...গঞ্জে নীল চাঁদ হরেক চাঁদ নাম ধা... ...রা ব্যবসা করে, ও মৃত রাধা... সাহার সম্পত্তির অন্যান্য পাওয়ানাদার ... এবং যে মকর্দ্দামায় নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণ ...তিবাদী অর্থাৎ মৃত রাধাগোবিন্দ সাহার না... লগ সন্তানগণ শ্রীনিবাস সাহা এবং হ... সাহা ও উক্ত মৃত রাধাগোবিন্দ সাহার বি... স্ত্রী এবং উক্ত নাবালগ সন্তানগণের রক্ষি... শ্রীমতী কুঞ্জা দাসী যাহারা সকলে কলিকাত... সহরের অন্তর্গত হাট খোলার শোভাবাজা... ষ্ট্রিটে বাস করে) এবং যে ডিক্রী এক হা... আট শত চোহাত্তর খৃঃ অব্দে ৯ই জানুয়... তারিখে দেওয়া হয় সেই ডিক্রী অনুসারে ... বিজ্ঞাপন দেওয়া যাইতেছে যে মৃত রাধা... বিন্দ সাহার সমুদায় পাওনাদারগন এক হা... আট শত চোহাত্তর খৃঃঅব্দের ১লা আগষ্ট... পূর্ব্বে কোর্ট হাউসে হাইকোটের অন্য... জজ অনারেবল আরথর জর্জ ম্যাক ফার্সন সাহেবের সমীপে উপস্থিত হইয়া তাহাদের স্বস্ব পাওনা ও দাবির বিষয় প্রমাণ করিবেক... উক্ত তারিখের মধ্যে যদি কেহ উপস্থিত না হ... তাহা হইলে তাহারা হাইকোর্টের উক্ত ডিক্রির ফলভোগ হইতে তৎক্ষণাৎ বঞ্চিত হইবেক।

এক হাজার আট শত চৌয়াত্তর খৃঃঅব্দের আগষ্ট মাসের ৮ই তরিখের পুর্ব্বাহ্ণ এগার... সময় হাইকোর্টে উক্ত দাবি সকল সম্বন্ধে বি... চার হইবে।

অর এবং হ্যারিস
বাদীর আটর্নীগন,
কলিকাতা হাইকোর্ট আদিম বিভাগ। ২রা জুন। ১৮৭৪ } আর বেল চেম্ব... রেজিষ্ট্রা...

…া দেখিলে সকলেরই সহসা বিশ্বাস হয় …তাহাদের দ্বারা এ দেশের কোন মঙ্গল হওয়া অসম্ভব।অনেক সময়ে আমরা দেশ শুদ্ধ লোকে রোদন করিয়াছি, কিন্তু গবর্নমেণ্ট আমাদের রোদনে বধির হইয়া আমাদিগকে হতাশ করিয়া ফেলিয়াছেন। অনেক সময় গবর্নমেণ্ট এমন দুই একটি কাজ করিয়া বসেন যে আমাদের আতঙ্ক উপস্থিত হয়। কে না নূতন ফৌজদারী আইনের বিরুদ্ধে উচ্চ রবে চীৎকার করিয়াছিল? কিন্তু এই আইনের বলে এক্ষণ মাজিস্ট্রেটগণ যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন। কে না পথ-করের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া ছিল কিন্তু তবু উহা স্থাপিত হইল। যখন আমরা আমাদের শরীরের প্রতি দৃষ্টি করি এবং দেখি যে আমাদের অতি বলবান ব্যক্তিও জেতৃ জাতির একটি বালককে দেখিলে ভয়ে অগ্রসর হইতে চাহেন না, যখন আমরা দেখি যে শৃগালের উৎপাত নিবারণ করিতে হইলেও আমাদিগকে গবর্নমেণ্টের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়, তখন আমাদের এই ভাব উদয় হয় যে ইংরেজ গবর্নমেণ্ট আমাদিগকে নিরস্ত্র করিয়া ও সৈন্য দলে প্রবেশ করিতে না দিয়া আমাদিগের কি উদ্দশাই করিয়াছেন। মুসলমানদিগের সময় আমরা যুদ্ধ করিয়াছি কিন্তু এক্ষণে একটি বন্দুকের শব্দ শুনিলে আমাদের কর্ণে অঙ্গুলি দিতে হয়।স্বার্থের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া ইংরেজেরা কখন ভারতবর্ষের কোন উপকার করেন নাই, কেবল একটি নিঃস্বার্থ কাজ ছাড়া ষ্টেট স্কলারসিপ সংস্থাপন। কিন্তু এই স্কলারসিপটি প্রদান করিয়া গবর্ণমেণ্ট যেরূপ মহত্ত্ব দেখাইয়া ছিলেন উহা উঠাইয়া দিয়া তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে নীচতা দেখাইয়াছেন।। আবার আমরা যখন শুনি যে স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষ বিচারের মূলাধার ইংলিশ পার্লিয়ামেণ্টে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কোন কথা উঠিলে … সভ্য সুখে নিদ্রা যাইবার … সময় …চনা করেন তখন আমাদের কত দুঃখই হয়, …মানদিগের অবস্থার উপর কত ঘৃণাই জন্মে … আপনাদিগকে নিরাশ্রয় দেখিয়া মনে ২ কত …ই করি। কিন্তু আমরা যেরূপ দেখিতেছি ও …তেছি তাহাতে বোধ হয় সময়ের গতি যেন …রিয়াছে।এ দেশীগণ যাঁহারা ইংলণ্ডে যান …হাদের মুখে ইংরেজের কত সুখ্যাতি শুনিতে … তাহারা এক মুখে ইংরাজগণের সহস্র …্য করেন এবং আমরা অবাক হইয়া ভাবি … ইংরেজেরা আমাদের দেশের রাজ পুরুষ, …রা কি সেই ইংরেজগণের কথা বলিতেছেন। … মন্দ সকল দেশেই আছে তবে দুঃখের বিষয় …দেশে যে সকল ইংরেজ আসেন তাহাদের মধ্যে …র ভাগটি অধিক, ইহাদের কার্য্য কলাপ দেখিলে বোধ হয় ইহারা সমাজের পরিত্যক্ত উচ্ছৃঙ্খল উচ্ছিষ্ট ব্যক্তিগণ।যাহা হউক ইংলণ্ডবাসীদিগের দুই একটি কাজ দেখিলে সকলের প্রতি না হউক ইংরাজগণের কাহার কাহার উপর ভক্তি শ্রদ্ধা ও ভালবাসার উদয় হয়। এই শ্রেণীস্থ ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহ ২ আমাদের প্রকৃত অবস্থা জানিতে …িয়াছেন এবং সে জন্য তাঁহারা মনোগত দুঃখিত। …হারা ক্রমে ভারতের অবস্থা উন্নতি করিবার যত্ন …িতেছেন এবং এ দেশবাসী ইংরেজেরা এ দেশী-…কে যেরূপ জঘন্যরূপে বর্ণনা করিয়া থাকেন সেটি …াহা তাঁহারা নানারূপে সাধারণ গোচর … ইংরেজদের মধ্যেও এমন নিরপেক্ষ লোক আছেন যাহাদিগকে ভারত বন্ধু বলা যাইতে পারে।

"সাধারণতঃ ইংরেজদের মধ্যে এরূপ বিশ্বাস যে ভারতবর্ষীয়গণ কৃতঘ্ন ও স্নেহ শূন্য। প্রকৃত পক্ষে এটি মিথ্যা। পৃথিবীর মধ্যে ভারতবর্ষীয়দিগের ন্যায় গুণগ্রাহী প্রায় নাই, তাহারা অন্যের গুণ দেখিবামাত্র তাহা স্বীকার ও তজ্জন্য তাহাকে আদর করেন। মনুষ্যে অসাধারণ মানসিক শক্তি, শারীরিক বল বীর্য্য, অকপট ও সরল ব্যবহার দেখিলে তাঁহারা মোহিত হন এবং যাহাদের এই গুণটি আছে তাহারা যে ইংরেজগণ বর্ণিত জঘন্য হইবে সেটি অসম্ভব। যখন যে ইংরেজ তাহাদিগের প্রতি ভালবাসা ও সুখ দুঃখবেদিতা দেখাইয়াছেন তখনই তিনি তাহাদের নিকট ভক্তির ও স্নেহের ভাজন হইয়াছেন। কিন্তু আমরা আমাদের অদ্ভুত রাজ কৌশল দ্বারা তাহাদের এই মহৎ মানসিক ভাব উচ্ছেদ করিতেছি। ভারতবর্ষে কত শত রাজকীয়, রাজনীতিজ্ঞ ও বিজ্ঞানবেত্তা জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তথায় পূর্ব্বকালীয় কত শত নগর নগরী বর্ত্তমান রহিয়াছে, তথাকার মনুষ্যরা চির প্রসিদ্ধ চতুর ও বুদ্ধিমান এবং কৃষি শিল্প কার্য্য এবং বাণিজ্য ব্যবসায়েও তাহারা কম দক্ষ নহে। আমরা তাহাদের উচ্চ শ্রেণীস্থ লোকদিগকেও রাজ কার্য্য সম্বন্ধে কেবল যৎ সামান্য পদ সমুদয় পাইবার যোগ্য মনে করি এবং যাহাতে তাহারা কোন উচ্চ পদাভিষিক্ত না হইতে পারে তৎ প্রতি আমাদের বিশেষ যত্ন। আমরা প্রতিবাদী না হইলে যে সমুদায় মনুষ্য রাজ ও সেনানী পদে আরূঢ় হইত, তাহাদিগকে যদি আমরা সম্মুখে বসিতে দিলাম তবেই আমাদের বিবেচনায় তাহাদের প্রতি যথোচিত সম্মান করা হইল। আমরা এখন পর্য্যন্ত তাহাদের প্রতি এই রূপ ব্যবহার করি। এক জন নব্য নিম্ন শ্রেণীস্থ সৈনিক পুরুষ এ দেশে পদার্পণ করিয়া ভাবেন যে ভারতবর্ষীদের মধ্যে তাহার ন্যায় উচ্চ ও ক্ষমতাশালী ব্যক্তি কেহ নাই। যে পর্য্যন্ত ভারতবর্ষবাসী ইংরেজেরা আপনাদিগকে এই রূপ উচ্চ পদাভিষিক্ত জ্ঞান করিয়া আসিয়াবাসীগণের প্রতি ব্যবহার করিবেন সে পর্য্যন্ত তাহারা আমাদিগকে দিন ২ অধিকতর ঘৃণা করিবে। কোন জাতিকে এই রূপ অহোরহ অপমান, গ্লানি করিয়া তাহাদিগকে যে মনোবেদনা দেওয়া যায়, তাহা রাজ্যে সুবিচার ও শান্তি বিস্তার দ্বারা দূর করা যায় না।"

উপরিউক্ত কথা গুলি যিনি লিখিয়াছেন তিনি আমাদিগের পক্ষ হইয়া কিছু অত্যুক্তি করেন নাই। আমরা যে প্রকৃতির লোক ও ইংরাজগণ আমাদিগের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করেন তাহাই যথার্থ রূপে বর্ণন করিয়াছেন, অথচ তাহার এই ন্যায্য কার্য্যের জন্যে আমরা তাহার নিকট কৃতজ্ঞ রসে আর্দ্র হইতেছি। ইংরাজদিগের মুখে আজ কাল এরূপ কথা শুনা দুর্লভ।

ইংলণ্ডে আর এক দল মহাপুরুষ আছেন। তাঁহারা ইষ্ট ইণ্ডিয়ান এসোসিয়াসন নামে একটি সভা সংস্থাপন করিয়াছেন। ইহার উদ্দেশ্য ভারতের অবস্থা উন্নতি করা। সভা প্রকাশিত বক্তৃতা গুলি পাঠ করিলে প্রকৃত আহ্লাদ উপস্থিত হয়। সম্প্রতি ইলিয়ট সাহেব এখানে একটি বক্তৃতা পাঠ করিয়াছেন এবং ভারতবর্ষ শাসন করিতে গিয়া ইংরেজেরা এ দেশে যে সকল বিপত্তি আনয়ন করিয়াছেন তাহা তিনি একে একে এই রূপ বর্ণন করিয়াছেন। প্রথমতঃ ভারতবাসী মাত্রকেই সম্পূর্ণ রূপে ভূমির উৎপন্নের উপর নির্ভর করিতে হয়। ভূমি ভিন্ন তাহাদের আর গতি নাই, এবং আয়ার-… সেই রূপ অবস্থা ঘট… …রিকায় উঠিয়া যাইয়া আপনাদিগের প্রাণ রক্ষা করে, ভারতবাসীদিগের সেরূপ কোন উপায় নাই। দ্বিতীয়তঃ দেশের লোক ভয়ানক দৈন্য হইয়া পড়িয়াছে এবং ইহা প্রমাণ করিবার নিমিত্ত আর কোন ঘটনার দরকার করে না, শুদ্ধ ইহা দেখিলেই হইবে যে ভারতবর্ষের পরিমাণ ফল ও লোক সংখ্যা (রুসিয়া ব্যতিত) সমগ্র ইউরোপের প্রায় তুল্য হইলেও উহার আয় ইংলণ্ড অপেক্ষা বিষ কোটি কম। তৃতীয় গবর্নমেণ্টের টাকার অত্যন্ত টানাটানি। এটি শুদ্ধ অপব্যয় করিয়া আনা হয় নাই, ইংরেজেরা পাশ্চাত্য রাজ নীতি দ্বারা এ দেশ শাসন করিতে গিয়া এরূপ গোল মালে পড়িয়াছেন। চতুর্থ রুসিয়া নিকটবর্ত্তী এবং কোন্ দিন যে ইহার সহিত বিবাদ বাধে তাহার ঠিক নাই। যদি ভারতবর্ষ লইয়া রুসিয়ার সহিত বিবাদ উপস্থিত হয় তবে ইউরোপে ভয়ানক রাজকীয় গোল মাল উপস্থিত হইবে। পঞ্চম ইংলণ্ড হইতে এ দেশে উচ্চ বেতন দিয়া সৈন্য আনয়ন করা একটী বিশেষ অনিষ্টকর ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। ষষ্ঠ ভারতবর্ষে যত লোক সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে তত ভূমি তাহাদের মধ্যে ভাগ বিভাগ হইয়া যাইতেছে এবং ভূমির উৎপাদিকা শক্তি ক্রমে কমিয়া যাইতেছে, সুতরাং ভারতবর্ষীগণ দিন দিন আরো দৈন্য হইয়া পড়িতেছে। ইহার ফল এই হইতেছে যে এখন প্র… তিন বৎসর অন্তর দুর্ভিক্ষ দেখা দিতেছে এবং …কের অবস্থা যত মন্দ হইতেছে, তত দুর্ভিক্ষ … করা গবর্নমেণ্টের পক্ষে কঠিন হইয়া… ইলিয়ট সাহেব আরো কতক গুলি… উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু তাহা… করিবার প্রয়োজন নাই।… পূর্ব্বে ভূমির উপস্বত্ব … আমরা বিস্তর ল… টাকা নাই, সু… হইয়া পড়িয়াছে। এতদ্ভিন্ন … প্রধান চাকুরি গুলিও আমাদের ছিল, কিন্তু এ গুলি হইতেও আমরা বঞ্চিত হইয়াছি। ইলিয়ট সাহেব বলেন যে যাহাতে এ দেশীয় বাণিজ্য ব্যবসায় গুলি পুনর্জ্জীবিত হয় ইংরেজদের তাহা করা কর্ত্তব্য। শুদ্ধ ভূমির আয়ের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে এ দেশীয়গণ ক্রমে আহারাভাবে প্রাণ ত্যাগ করিবে। ইলিয়ট সাহেব এই নিমিত্ত প্রস্তাব করেন যে মাঞ্চেষ্টারের ধনী ব্যবসায়ীগণ যদি এ দেশে তাহাদের টাকা খাটান এবং মাঞ্চেষ্টার হইতে যে সকল জিনিস এ দেশে প্রেরিত হয় তাহার শুল্ক কিছু বৃদ্ধি করিয়া দেন তবে এটি সহজে সম্পন্ন হইতে পারে। ইলিয়ট সাহেবের এই মহৎ প্রস্তাবের জন্য তাহাকে শ… ধন্যবাদ, কিন্তু আমরা আশা করি না এবং … হয় ইলিয়াট সাহেবও আশা করেন নাই যে স্ব… মাঞ্চেষ্টার এ রূপ মহৎ হইবেন।

---

হরনাথ বসু নামক জনৈক কেশব বাবুর দল… ব্রাহ্ম কলিকাতায় একটি স্কুল স্থাপন করেন। ব্রা…দের ভারত সংস্কার নামে যে একটি সভা আছে… ঘটনা ক্রমে উক্ত স্কুলটী ঐ সভার কর্ত্তৃত্বা… আইসে। স্কুল লইয়া হরনাথ বসু ও অন্যান্য …দের মধ্যে মনোবিবাদ হয় এবং শেষে সংস্ক… হরনাথ স্কুল হইতে বিতাড়িত হন। ব্রাহ্ম… ভারত আশ্রম নামে একটী স্থান আছে, সেখা… ব্রাহ্মেরা সপরিবারে বাস করেন। হরনাথ ব…

সস্ত্রীক অবস্থিতি করিতেন। স্কুল সম্বন্ধীয় মনোবিবাদের জন্য তিনি সেখান হইতে চলিয়া আসিতে বাধ্য হন। আসিবার সময় যে ঘটনা হয় তৎ সম্বন্ধে তাঁহার স্ত্রী সাপ্তাহিক সমাচারে এক খানি পত্র লিখিয়াছেন, আমরা সেই পত্র খানি নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলামঃ—

সম্পাদক মহাশয়!

আজ ছয় মাস স্কুল লইয়া গোল হইতেছিল এমন কি আমার সঙ্গে অনেকের কথা ছিলনা। ইহা লইয়া আমার সঙ্গে এমন করিবেন জানিতাম না। সে দিন আসিবার সময় আশ্রম বাসি প্রচারোকগণ যে প্রকার নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছেন তাহও বোধ হয় হিঁদুতেও করে না। আমি আসিব বলিয়া কালিনাথ বাবুকে দিএ উমানাথ বাবু বলিলেন যে টাকা না দিয়া যাইতে পারিবেন না তাহার পর মেয়েদের কাছে দেখা করিতে যাই তাহাতে তাঁহারা দুঃখ প্রকাশ করেন। সে সময় ঘাটে বাবুরা ছিলেন যখন হর গোপাল বাবু আমার স্বামিকে মারিতে উদ্যেত হইয়াছিলেন। তাহার পরে সকল বাবু মহাশয়েরা বলিতে লাগিলেন টাকা লও আর ছাড়। বাসন কোশন ও বএতে টাকা উঠিবে না বলিয়া স্বামি মহাশয়কে পিড়াপিড়ি করিতে লাগিলেন। সে দিনে আর আমার গহনা যদি না থাকিত তাহা হইলে স্বামি মহাশয়ের প্রতি আরও নিষ্ঠুর ব্যবহার করিবেন তাই ভাবিয়া আমি এক ছাড়া হার দিলাম। কালিনাথ বাবু জামিন হইলেন। গাড়িতে যখন যাই তখন কেবল বিছানা, এক২ খানি কাপড় নিয়াও ছেলে গুলি কোলে লইয়া আমরা কাঁদিতে২ উঠি। গেটে দরয়ান গাড়ি ধরিল। দেখিয়া অপমানে ও দুঃখে গা কাঁপিতে লাগিল। উনি দাঁড়াইয়া রহিলেন। আমি কাঁদিতে২ এই লাগিলাম যে আমার প্রাণ বুঝি বাহির করিয়া ফে উমানাথ বাবু তাহার পর আমাকে বো আইে দেখিয়া মনে২ ভাবিলাম ইঁহারা যে করিতে পারেন। তিনি বলিতে লাগিলে মার স্বামির কথা শুনিও না। আমি বলিলাম যেমন মহতের আশ্রয় লইয়াছিলাম তেমনি আপনারা মহতের কার্য্য করিয়াছেন। আমি লিখিতে ভাল জানি না। যেমন ক্ষমতা প্রকাশ করিলাম। ঈশ্বরের উপাসনা ভাল কিন্তু এ রকম লোকদের কাছে যেন কেহ কখন না আসেন। দুঃখের বিষয় যে কোথাও এক দিনের জন্যও যাইতে হইলে পত্র লিখিয়া কেশব বাবুর অনুমতি বিনা কেহই যাইতে পারেন না সে দিন তিনি কলিকাতায় থাকিতে এই ঘটিল, ইনিই তবে সকলের গোড়া। হিঁদুদের নিকট মাথা হেট হইয়াছে। আর যে কত ভাব মনেই রহিল। ওঁদের আশীর্ব্বাদে জিনিষ পত্র বন্দ থাকাতে অনেক প্রকার কষ্ট হইতেছে, ভাগ্যিস এ সময় বাপের বাড়ি, ভাসুর মহাশয়, উমেশ বাবু, ভুবন দাদা প্রভৃতি ছিলেন তাই এ যাত্রা দাঁড়াইলাম।

আশ্রম বাসিনী ব্রাহ্মিকা
শ্রীমতি বিনোদিনী।

আমাদের উপরিউক্ত পত্র খানি উদ্ধৃত করার উদ্দেশ্য তাহা বলিতেছি। হর নাথ বাবু হার স্ত্রীর প্রতি ব্রাহ্মেরা ভদ্র ব্যবহার করুন না করুন, তাহাতে সমাজের কিছু আসে যায় এক জন ব্রাহ্ম অন্য একটি ব্রাহ্মের দ্রব্য অ- করিলেন, এক জন ব্রাহ্ম অন্য এক জনকে করিলেন, কি স্ত্রীকে উপদেশ দিলেন যে স্বামীর কথা শুনিও না, তাহাতে আমার, তোমার কি দেশের ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। পাঠক হর নাথ বাবুর স্ত্রীর এই উক্তিটী মনোযোগ পূর্ব্বক বুঝিয়া দেখুন যে "এমন কাজ হিন্দুতেও করে না।" তবে কি হিন্দু দেশ হীন ত্রিজগতে আর কেহ নাই? কেশব বাবু তোমা কি এই এই কুলাঙ্গারগণ কর্ত্তৃক ভারতের মঙ্গল হইবে? ব্রাহ্মদের সমাজের মধ্যে আধিপত্যের লেশ মাত্র নাই, তাহাদের সংখ্যা এত অল্প যে অঙ্গুলি দিয়া গণনা করা যায়, সুতরাং তাহাদের দ্বারা দেশের অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই, কারণ তাহাদের ক্ষমতা নাই। কিন্তু যাহাদের শিরায় হিন্দু শোণিত প্রবাহিত হইতেছে তাহাদের মন যে এ রূপ বিকৃত হইতে পারে ইহা আমরা স্বপ্নেও ভাবি নাই।

---

বেহারের দুর্ভিক্ষ মন্দীভূত হইয়া আসিতেছে। রেলওয়ে দ্বারা চাউল প্রেরণ করিবার নিমিত্ত যে সকল লোক নিযুক্ত হইয়াছিল তন্মধ্য হইতে এক শত চারি জন দেশীয় ও ইউরোপীয় কর্ম্মচারী ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কম্পানি কর্ত্তৃক অবসৃত হইয়াছে। চাউল বোঝাই করিবার নিমিত্ত যে সমুদায় খালাসী রাখা হয় তাহাদিগেরও অনেককে জওয়াব দেওয়া হইয়াছে।

---

দয়া বৃত্তি দ্বারা চালিত হইয়া ডেলিনিউস একটী সৎ প্রস্তাব করিয়াছেন। হাইকোর্টের সেসনে যে সকল আসামীর বিচার হয় তাহাদিগকে একত্র করিয়া ১০ টা হইতে রাত্রি প্রায় ৭।৮ টা পর্য্যন্ত একটি ক্ষুদ্র কুঠরীর মধ্যে দণ্ডায়মান করিয়া রাখা হয় এবং সমস্ত দিন প্রায় তাহারা অনাহারে কাটায়। এই রূপে অনেক নির্দ্দোষী ব্যক্তিও অনর্থক কষ্ট পায়। সে দিবস এক ব্যক্তি ক্ষুধার্ত্ত হইয়া উচ্চৈস্বঃরে কাতোরোক্তি করিতেছিল এবং এক জন দর্শক অনুগ্রহ করিয়া তাহাকে কিঞ্চিৎ আহার না দিলে তাহার কষ্টের আর সীমা থাকিত না। এই সকল হতভাগ্য ব্যক্তি প্রকৃত দোষী হইলেও তাহা মনুষ্য। আশ্চর্য্যের বিষয় যে পশুর প্রতি নিষ্ঠুরতা নিবারণী সভা হইতে পারে এবং একটি আরসুলাকে কষ্ট দিলে তাহা লইয়া অনেকে মকর্দ্দমা করিতে ব্যস্ত হইতে পারেন, কিন্তু মনুষ্যের প্রতি যে প্রতি দিন এত নিষ্ঠুরাচরণ হইতেছে তাহা এক বার কেহ চক্ষু দিয়া দেখেন না। যে বিচারপতিদিগের সম্মুখে আসামীগণ ক্ষুধার্ত্ত হইয়া দণ্ডায়মান থাকে তাঁহাদের বিবেচনা করা উচিত যে মনুষ্য ঘটনা ও অবস্থার দাস এবং এমন দিনও উপস্থিত হইতে পারে যখন তাহাদিগকেও আসামী শ্রেণী ভুক্ত হওয়া অসম্ভব নহে। মনুষ্য যদি মনুষ্যের দোষ সকরুণ নয়নে দৃষ্টি করিত তাহা হইলে পৃথিবীর অর্দ্ধেক পাপ এত দিন অদৃশ্য হইত।

---

গত কল্যের কলিকাতা গেজেট পাঠে জানা গেল যে বাঙ্গলার সর্ব্বত্রেরই শস্যের অবস্থা উত্তম। বৃষ্টি সকল স্থানেই হইয়াছে এবং আউস ধান্যের অবস্থা দেখিয়া সকলেরই মনে আশার সঞ্চার হইতেছে। জিনিষের দর ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে।

---

ইংলণ্ডের প্রধান ২ ডাক্তারদের ল্যাসেট নামক এক খানি পত্রিকা আছে। উহাতে ক্ষিপ্ত কুকুরের দংশনের একটি ঔষধের বিষয় লিখিত হইয়াছে। কিন্তু ঔষধটী এরূপ ভয়ংকর যে সহসা উহা ব্যবহার করিতে কেহ সাহস করিবে না। ঔষধটী এই। ক্ষিপ্ত কুকুরে দংশন করিবা মাত্র একটী বিষাক্ত সর্প দ্বারা দষ্ট হইতে হইবে। সর্পের বিষের গুণ কুকুরের বিষের গুণের বিপরীত। এই দুই বিষ না। ডাক্তার জিটকি এই ঔষধটি এই রূপ করেন। কোন কৃষকের একটী কুকুর ক্ষিপ্ত দ্বারা আহত হয়। আহত হওয়া অবধি বিষাক্ত সর্প বধ করিবার স্পৃহা বলবতী হয়। নেক সময় তাহার সমস্ত শরীর সর্পে দংশন ক এবং দষ্ট স্থান হইতে বগ বগ করিয়া রক্ত পড়ি কিন্তু সর্পের বিষ তাহার শরীরের মধ্যে প্রবে করা দূরে থাকুক সে যে ক্ষিপ্ত কুকুর কর্ত্তৃক দ হইয়াছিল তদ্দরুণও তাহার কোন পীড়া জন্মে না উক্ত ক্ষিপ্ত কুকুর আর যাহাকে কামড়ায় সেই মরি যায়, কেবল এই কৃষকের কুকুরটী বাঁচিয়া যায় ডাক্তার জিটকি এই ঘটনাটি ছাড়া আর একটি ঘটনাও প্রত্যক্ষ করেন। একটী স্ত্রী লোককে এ সময়ে একটি ক্ষিপ্ত কুকুর ও বিষাক্ত সর্পে দংশন করে এবং স্ত্রী লোকটির শরীরে কোন রূপ পীড়ার লক্ষণ দৃষ্ট হয় না। ল্যাসেট বলেন যে ডাক্তর জিটকি যাহা বলেন তাহা যদি সত্য হয় তবে এ কাজ করা যাইতে পারে। সর্পের বিষ দ্বারা কুকু ধরিয়া টিকা দিলে আর কুকুরের ক্ষিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকিবেনা। কিন্তু যখন এক বিন্দু বিষ রক্তের সহিত প্রবেশ করিলে প্রাণ ত্যাগ হয় তখ এটিও বড় সহজ ব্যাপার নহে।

---

বাবু রমেশচন্দ্র লাহীড়ী প্রণীত গৌড়েশ্বর আমরা কিছু দিন হইল প্রাপ্ত হইয়াছি। এ নাটক খানির ভাষা সম্বন্ধে কেবল দুই কথা বলিব। তাহা এজন্য নহে যে নাটক খানির কোন গুণ নাই অতএব আমরা উহার ভাষা টানা টানী আরম্ভ করিয়াছি। রমেশ বাবু সা রীতির ব্যতিক্রমে আপনার নাটকে একটি ভিন্ন ব্যবহার করিয়াছেন। অনেকের মত এই যে অবস্থা নাটকের পাত্রগণের হৃদয়ে ভিন্ন ভিন্ন ভা র্ভাব হয়। এই ভিন্ন ভিন্ন ভাব প্রকাশের ভিন্ন ভাষার প্রয়োজন। কিন্তু নির্জ্জীব আরও নির্জ্জীব, সুতরাং কোন কোন ভ নিমিত্ত গদ্য একেবারে অনুপযোগী সে সময় ছন্দে বন্ধ ভাষারই উপযোগীতা কিন্তু পাত্রগণ পরস্পরে পদ্যে কথোপকথে সেও নিতান্ত অস্বাভাবিক। অতএব ছন্দে অর্থাৎ অমিত্রাক্ষর ছন্দের সহজ পদ্যই উপযোগী। বাঙ্গলা দুই এক খানি নাটকের পাত্রগণের মুখে অমিত্রাক্ষর ছন্দের পদ্য য়াছে দেখা যায়। কিন্তু সে সব নাটককার সে নিয়ম রক্ষা করেন নাই। গৌড়ে এই রীতিটা সম্পূর্ণরূপে রক্ষিত হইয়াছে। সাধারণ পাঠক মণ্ডলীর রুচি সংগত হইবে কার নিজেই তাহাতে সন্দিহান। আম পক্ষে আমরা এই বলিতে পারি, যে উপা আমাদের সায় আছে, কিন্তু উক্ত রূপ নাটকেয় উপযোগী কি না তাহা আমরা ন অভিনয় না দেখিয়া বলিতে পারে না। আ সময় দেখিয়াছি যে অভিনয়ে ভাষার দোষ হইয়া পড়ে। নটেকের কবিত্ব সম্বন্ধে আম বলি যে নাটক খান পাঠ করিয়া আমরা করিয়াছি।

আমরা বাবু রামদাস সেন প্রণীত ' রহস্য ' পুস্তক খান এযাবৎ সমালোচনা ক না২, রামদাস বাবু আমাদিগকে মাপ করি সত্বরই এই পুস্তক খানি আমরা সমালো আশা রাখিল।

---

অদ্য কয়েক দিবস হইতে উ গণে আমর

CALCUTTA—THURSDAY 9th *July* 1874.

We have to acknowledge with thanks the ...eipt of the first number of the Monitor. The ...er is neatly got up. We welcome our new ...ther.

---

The other day we acknowledged with thanks ...e receipt of Rupees 200 from Rani Sharut ...oondaree for the benefit of the late Mr. Datta's ...hildren. The most munificient lady has paid Rupees 5,000 to the Central Relief Committee. She has paid also Rupees 2,500 to the Rajshye ...ssociation for the same purpose. She has ...pened an *anna chattra* from the first of Ashar, ...where the number of people fed is daily increas...ing. The people are supplied with not only *dal* and *bhat* but sometimes milk, fish and ghee. ...he *anna chattra* will be continued as long as ...he famine lasts. The average daily number fed is about TWO THOUSAND *and the number is still increasing.*

---

We have to record today another fight between ...European and natives, and this time the com...plainant is the European. About five days ago Mr. ...elby, the Planter appeared before Mr Deare the Deputy Magistrate of Magoora and complained ...hat he was attacked by hundreds of ryots and ...at he had narrowly escaped with his life. We ...ave no space today for further particulars. We ...hall watch the progress of this case with in...terest.

---

We cull the following from the *Calcutta ...agazine* :

"Under the head of 'Insulting an Editor' says the ...*hin Argus*, 'an article has been recently going round of the Indian Press, describing the treat...nt which Dr. Smith, the Editor of the *Friend of ...lia* received at the hands of the Viceroy. The ...ess of India is now become so powerful and inde...ndent, that any slight put upon any individual ...mber of the Fourth Estate is justly resented by ...whole press, and Indian Governors know this well. In the olden times insults of this sort ...ld have been considered too mild a punishment ...obstreperous journalists who persisted in severely ...icising and exposing the weak points of the ...inistration. They would have been carried ...odily and ...ported to England or some other ... This was actually done in the case of William ...hose arrest and subsequent treatment, ...described in a work on Journalism now ...form an interesting episode in the history ...Journalism. Duane was an American, ...s of Irish origin, and when quite a young ...to Ireland and learned the business of a ...e came out to India where he thought ...l be a nice field for him. This was ...s ago when there was hardly any competi...ar. At Calcutta he started a newspaper ... *Indian World*, which was a complete ...His criticisms on men and measures were ...d independent, and as a natural conse... became unpopular with the ruling powers. ...ideas of the liberty of the press were not ...avor with the members of the administra... every Englishman will blush to hear of the ...measures adopted to relieve the country of ...ce of the journalist, who was infinitely ...minded than his persecutors. In Septem... Duane made up his mind to sell off the ...*orld* and all his other property and return ...lphia. The sale was to have taken place ... January 1795, and his passage had even ...ed by the *Hercules*, then lying at Calcutta. ... at this time not in open enmity with the ...als, but no doubt they had a lurking ... him, and were waiting for an opportunity ...ged on him. On the morning of the 27th ... 1794, a note dated the previous day, from ...ohn Collins private Secretary of Sir John ...as put into the hands of Duane, inviting ...e Governor-General's house at eight o'clock ...ning. Believing that this was an invitation ...ast, he proceeded at once to the Governor-... The first person he saw was Captain ...and conversation which ensued we quote in ...he work referred to above :—

... *Collins* :—I am glad you are so punc... Duane.

... *Duane.*— I generally am, Sir. I hope the ...-General is well.

... *Collins.*—He is not to be seen and—

... *Duane.*—I understand I was invited by ...

...n *Collins.*—Yes, Sir; but I am directed by ...rnor-General to inform you, that you are ...r yourself as a state prisoner. He stamped ...floor, and thirty sepahis, who stood ...hind the folding doors of an anti-chamber ...and presented their bayonets at Duane's ...oors being left open by them, discovered ...e and two ...thers of the Supreme ... Sh... as you do.

*Captain Collins.*—Silence Sir, (to the sepahis) *Chillow Sepahis.* Drag him along, sepahis.

*Mr. Duane.*—(To the sepahis) *Asti baba hum jayga.* Softly, my friends, I shall go along with you. (To Collins.) What is to follow next, Collins; the bowstring or scimetar?

*Captain Collins.*—You are insolent, Sir. (To the sepahis.) *Chillow joub, soor moosani.* Drag him along you pig-eating scoundrels.

*Mr. Duane.*—You are performing the part of Grand Vizier now, my little gentleman, and these are your mutes. Calcutta is become Constantinople, and the Governor-General, the Grand Turk.

The rest is soon told. Duane was conveyed to Fort William in a palanquin and placed in charge of three sentinels, one of whom was always by his side day and night with a drawn bayonet! On the third day after his arrest, he was taken on board an armed Indiaman commanded by Sir Charles Mitchell and conveyed to England, where he was set free "*without a single word of information or explanation.*" He lost all his property worth about fifty thousand dollars, the East India Company having no doubt misappropriated it. Arrived at Philadelphia, Duane assumed editorial charge of the *Aurora* which as may be imagined became a strongly Anti-British organ. Such is the treatment which an Indian journalist received in 1794. What a change has since come over the Indian Press?"

---

A correspondent informs us that our brother of the *Lucknow Times*, Mr. Thompson had a fight with a Bengallee Babu, a Third year student of the Canning College. This young gentleman, Ram Babu, unlike sedentary Bengallee youths is strong and bold and can receive and repay hard blows. As he was passing by the house of Mr. Thompson, and his two hopefuls, who were amusing themselves by pelting stones at passengers, a few stones struck Ram Babu. At this he approached the house of Mr. Thompson to speak about the rudeness of his children, but the boys anticipated him, and informed their parent that a Bengallee Babu who had struck them, was coming to strike them again. Mr. Thompson at this left his pen and took up a cudgel and without further ceremony began to belabor Ram Babu, Ram Babu tried to explain matters but Mr. Thompson thought it preferable to strike first and then to hear the explanation which the Babu had to offer. But Ram Babu had a stick too, and what the result was can be imagined. They fought and Ram Babu broke his stick upon the back of Mr. Thompson. Then came Messrs. Morgan, Senior and Junior, both Eurasians, to the assistance of the Editor and they three fell upon Ram Babu. But yet Ram Babu held out and this part of the narrative is described by our correspondent with evident pride; how Ram Babu was surrounded like Abhimanya, seven to one, and how he fought like Abhimanya with several Feringhees who now surrounded him. Babu Brojedra Nath Roy came to part the combatants, but he was assaulted by Morgan Senior. The next day, two cases were brought before the City Magistrate, evidence was gone into, and on the 27th June last, Mr. Newbury the City Magistrate fined Mr. Thompson of the *Times* Rs. 40, Messrs Morgan Rs. 20 each, and a European Serjeant Rs. 5. In the second case two Eurasians were fined 5 Rupees each. Mr. Thompson was warned that if his children were again found pelting stones at passers the police would arrest them and they would be whipped. And so Mr. Thompsons hopefuls do not now pelt stones at passengers.

---

CIVIL APPEAL BILL—Mr. Hobhouse wisely says that if we attempt rigid unyielding limitations, they are sure to break under the pressure of hard cases. So nobody ever hopes to make a dam across a river of strong current. The water must flow and it is wise for the safety of the dam to keep passages for the water. The passion of the nation for appeals is likened to a strong current, and the dam is Mr. Hobhouse' bill. The passion is so strong that he does not hope to prevent the flow by a strong impassable and impenetrable dam, but he wishes to weaken the force of the current by keeping small outlets so that the passion might be checked and at the same time the dam left uninjured. If the flow of the water is prevented by a strong obstacle, water will accumulate and will either overcome and break down the obstacle or chalk out its own path. The nation must be satisfied or they will take law into their own hands. Who will ever submit his case to a tribunal upon which no one has any trust? The man who has justice on his side will hesitate to lay his case before such a tribunal, and he will prefer to give up a portion of his undoubted right, to go to law. ...man with a... final Courts is absolutely necessary before limiting the number of appeals, or there will be a complete break down, the unscrupulous shall rejoice, and the honest suffer. Now we do not know how Government means to dispose of the Additional Judges. They must be put somewhere, but it will be ridiculous to make them the highest authority in law in the mffosil. In his long speech Mr. Hobhouse does not for once allude to the fact that the Judges in the first appellate Courts in this country never received any legal training whatever. It would be expecting too much of the Bengallees if they were required to place implicit confidence in the decision of such men. In our last we dwelt at length on this point. But the point raised by Sir George Campbell and Mr. Field is very important too and so strong that Mr. Hobhouse has not been able to meet it fairly. Mr. Field says :—

The *second* of the proposed changes is that no second appeal be allowed, as of right, when the Appellate Court agrees with the court of First Instance. I must confess that I share the apprehensions of His Honour the Lieutenant-Governor of Bengal, that the tendency of this provision will be to induce a lazy and inefficient Appellate Judge to shirk his duty. With a local Press and a strong public opinion, the danger would be less; but where these do not exist, the proposed change, while it lessens the work of the High Court, will certainly diminish the efficiency of the lower appellate courts.

To this objection Mr. Hobhouse replies that the majority of local authorities think that a Judge is likely to be stimulated to do his duty more carefully by the knowledge that his decision is absolutely final. Mr. Hobhouse is disposed to cast his lot with those who take a more favorable view of human nature. Man, who is formed after his Maker cannot be so forgetful of all sense of responsibility, he has a spark of divinity in him and if you absolutely trust him he will rarely betray you... Now all these we believe, at least study to believe, and the faith in the goodness of h...an nature in general does credit to the ...e heart of Mr. Hobhouse, but can law giv... afford to give play to their sentiments, how... noble they may be, in making laws and ...tions? Why there is a law to punis... bribe taker? Why the hands of Gover...t officers are tied by laws and rulings ...they may not go astray? Why does not ...rnment always depend upon the divine spark which shines however dimly in all humanity? The thing is, Government never depends upon the good...ness of individuals, when it can help it. Mr Hobhouse does not see his way through, he does not know how to cover this objection raised by Mr. Field, by legislation. But it appears Mr. Hobhouse does not entirely depend upon the goodness of the Moffussil Judges. He says, the rule may tempt the lazy judge to affirm the first decree in those cases which are over 200 Rs. in value. If he deals differently with this class of cases and with those which are under 200 Rs, his inconsistency will soon betray him. On the other hand if he affirms all decrees indiscriminately in order to preserve consistency, applications to the Hight Court to have second appeals admitted will certainly disclose his neglect of duty. To Mr. Hobhouse the apprehension that the judges may turn lazy seems a chimerical one. We honestly believe the objection raised by Mr. Field has not been fairly met. Admitting that the neglect of duty of the Judge may at last come to light, it may not happen but after the ruin of thousands of honest men. Levien was not found out in five years and would have not been found out but for the daring act of the Rungpoor pleaders, but a lazy Judge may not be detecte... He will of course not affirm all the ... of the Lower Court; he will agree ... Lower Court in most cases and dis... the rest. Ofcourse the l ziest will not ... affirm all the decisions of the lower court ... how is one to be detected if he is disp... be lazy? There are good moonsiffs an... Judges, and there are bad moonsiffs an... Judges, it is but natural that the Jud... presides over a subordinate Judge of s... merit will find it necessary to affirm ... the decisions of the lower Court. Now i... happen that a lazy Judge may praise his su...dinates in glowing terms in his reports and t... lazy himself. How are you to found out in short, whether the Judge is lazy, or the subordinates very efficient? In our last we tried to shew that the first appellate Courts are not competent and would not inspire the people with confidence ...d it will be seen ...n the above ... there is nothing in ...le to pre... ...e judges to "ditto" the

the Moonsiffs must end as Judges. Well, if natives be raised to preside over the first and now to be made final appellate Courts then there need not be any fear of the Judges becoming idle. It is not that a native Judge is a better man than a European Judge, but there is a great deal of difference between natives as Judges and Europeans as Judges in the appellate Courts. A native Judge will be controlled by a native public opinion, European Judges defy it and put not any value upon it. Native Judges are not regarded with as much awe, and not considered boyond the pale of the law. Native Judges can be threatened and complained against and prosecuted, and the pleaders will find themselves fully on equal grounds to cope with them. A native Levein would be arrested in his career of irregularities in the very first month of his official life. Then again a native in a high place never considers himself secure. He is constantly afraid of losing his place and tries to please the Government by a too strict and faithful discharge of duty. Upright European Judges oftentimes take part against their own countrymen found guilty of crime and side with the wronged natives. In our last we published the case of Lieutenant Barton in which Mr. Tweedie passed a most able and impartial judgement. In the place of Mr. Tweedie we do not know what a native Judge would have done. He would have assuredly not dared to be as plain spoken as Mr. Tweedie. Constantly afraid of losing their position, native Judges raised to the rank of Civil Judges would not dare to turn idle. It is clear that Mr. Hobhouse combats the objection of Mr. Field simply because he does not know how to remove it by legislation. He cannot for financial considerations propose the appointment of two Judges and thus reduce the objection to a minimum. He says: "Would that plan get the business better done? I know that it would be expensive, and I know that it would consume a great deal more of time; for two men cannot get through business as one can, but whether it would be more efficacious I do not know.' What does Mr. Hobhouse mean by the expression "more efficacious" we do not know, but that justice would be better done by two men than by one, is universally admitted and we believe admitted by Mr. Hobhouse himself. The question then turns one of simple expense, and when Mr. Hobhouse says that two men would consume great deal of time, he simply means that it would cost more [illegible] money. But it comes aft[illegible] all to the same thing. Mr. Hobhouse canno[illegible] the appointment of two Judges and thus reduc[illegible] the objection of Mr. Field to a minimum. The objection of Mr. Field yet remains and it can only be removed by raising the subordinate Judges to the ranks of Civil Judges. We shall notice the other points in the bill in our next but in the mean time we feel it a duty to say a few words to those of our countrymen who have the welfare of the countr. at heart. Mr. Hobhouse purposes to introduce a radical change in the administration of Civil justice of the greatest possible importance. If the measure be carried out, it will do either a great deal of good or a great deal of mischief, for the measure is such that its operation will be very active upon our society. Mr. Stephen introduced a radical change in our criminal laws, the object of which was to strengthen the hands of government and weaken those of the people. Mr Hobhouse proposes a similar change in our Civil Laws but with a quite different object. His aim is to confer a great boon on the people of Bengal. Now we have shewen, we hope satisfactorily, that the boon may be converted into a curse if the Additional Judges and the Civil Judges, who, receiving no legal training at all, are constituted as the highest authorities in Civil Law, and that this objection might be easily and we think only obviated if the Sub-Judges are raised to the rank of Civil Judges. It is well known that the Government, whatever objection it may have to intrust natives with Executive powers, has no objection whatever to give them large judicial powers. It is well known too that both Lord Northbrook and Mr. Hobhouse are high minded gentlemen, only anxious to do good to the country they have come to govern. It is now time that we should urge with all the collective force we are capable of commanding on the attention of Government the only way by which the Civil Courts could be reformed, the number of appeals reduced without injuring the cause of justice. Already a select committee have been appointed to report in three months, and it is proper that we should let know Government beforehand, what sort of reform we want.

---

The Harkara and the Indigo Planter.—The respectable family of Meares is celebrated throughout Jessore and the North East par[t o]f Nuddea. Ramrattan Roy, the tiger of the [illegible] planters, did not think beneath his dignity to cross a lance with Meares the Senior; indeed Meares the Senior was a foe man worthy of Ram Rattan Roy himself. In those days the custom was to take part with the indigo-planters, and the Magistrates never blushed to befriend a countryman at the expence of justice, and the natives used to this treatment rarely protested against this sort of administration of justice. But people then rarely resorted to Courts, they depended upon their *lathies* and spears, they fought like gentlemen without malice, they separated and fought again with the very best of humor. Meares fought with Ram Rattan Roy, the latter was strong in *latthees,* the former was strong in the Court and so they fought on pretty equal grounds. This incessant fighting of these two renowned men, produced such an impression upon the minds of the people that villiage poets sang the prowess of the one or the other, dramatic representations were displayed, where one dressed like Ram Ruttan tried to assume a most commanding mien, another presented himself as Meares and a third as Mr—the Magistrate always siding with Meares right or wrong. Indeed the action of the Magistrate produced outbursts of laughter, his one-sided sayings, his endeavors to explain away the alleged misconduct of Meares produced a great deal of merriment amongst the spectators. The Magistrate lives, Ram Rutna Roy one of the greatest of men Bengal ever produced is dead; his compeer Meares is dead, but he has left a numerous progeny behind.

Now one of these Junior Meares, an indigo Planter like his great father, was one day, last month, riding across the country accompanied by his page. The page was however on foot, being only a syce, but he did all the business of a page notwithstanding. He closely followed his master who was proceeding at a slow pace. Presently a man was seen running towards them with a bag on his shoulders. The page advanced to reconnoitre and bid the fellow give way to his master. The page knew his own importance too well, he was the servant of a shaheb, and the shaheb was by him, but alas, he did not at all take into his consideration the importance of the man with the bag, he addressed. He was the Post Harkara! If the page was bent under the weight of his own importance, the Harkara was out bursting with importance too. The page was the servant of a shaheb, and he had the shaheb with him; the Harkara was the servant of Her most Gracious Majesty herself and he had the post bag on him! The consequence was inevitable—they attacked each other with great fury. Long was the fight and so far they served each other right. Mr. Meares was ambitions to take part in the fight between the Harkara and his page and he struck the for[illegible] with his whip. So far Mr. Meares was quite rig[ht] the Harkara should have been bled out of his i[mpor]tance, but he committed two fatal mistakes. [It] was very ungallant to fight two with one, and it was very impolitic to adopt the policy of the British India Government and to take the part of one's own servant right or wrong. If he had applied his whip, upon the back of his own servant also, as he did of the Queen's representative, we mean the Harkara, he would have really deserved well of the people of his quarter. If he had done that, the interesting facts that we are going to relate would have never occured, and we would have been deprived of the pleasure of relating and our readers of hearing the following story.

The Harkara was disgraced and he took the help of Babu Shama Churn Chatterjea, Deputy Magistrate of Jhenida. He sued the indigo planter himself. But the evidence not being according to Shama Charan Babus comprehension sufficient, the case was dismissed. The nathee however came across the lynx-eyes of Mr. Smith, the District Magistrate and he thought, that, for a poor native runner to bring an absolutely false charge against a big indigo planter was impossible, there must have been something at the bottom, and he summoned both the harkara and planter. The harkara came too late, Mr. Smith could not wait and the case was again dismissed. Here Mr. Smith himself made a mistake; if he had waited one hour more the harkara would have appeared and the story that, we are about to relate would have been cut short in the nip. After this occurance, the harkara dressed himself neatly and thought fit to pay a visit to his wife who was at her father's. The path lay by the factory of Mr. Meares, and Mr. Meares having got scent of the harkara's intended visit waylayed him, carried him to his factory and gave him a factory beating so that the man fainted away. A second complaint was lodged by the harkara against Mr. Meares at the Court of Babu Babu Shyama Churn Chatterjea. This time Babu Shyma Charan adopted the wise course of laying the matter before Mr. Smith. Mr. Smith at this, deputed the District Superintendent himself to investigate the matter, and the Joint to try the case. Mr. Harris the Police Superintendent after due inquiry submitted a report the substance of which we beg to lay before our readers. He said that there was no proof that Mr. Meares beat the harkara, but not only that, Mr. Meares was found innocent by the evidence of Mr. Glascott. This gentleman is an indigo-planter too and is in good terms with the Meares family. He said in his deposition that he perfectly recollected the day when the occurance is alleged to have taken place, and he perfectly recollected that two brothers of Mr. Meares, the alleged offender, were with him that day but he could not [illegible] whether Mr. Meares of the harkara was with him or not, b[ut] he *perfectly recollected that he came the followin[g] day.* From this evidence it was deduced by Mr. Harris that Mr. Meares was perfectly innocent. Other corroborative evidence followed. Mr. Harr[is] with great tact waylayed a letter which the ha[r]kara, while bed ridden under the blows of somebody yet to be known, had sent through his brother-in-law to his land lord who was himself a European and a planter. In this letter the harkara had written to his landlord of the cruel and severe treatment he had received at the hands of Mr. Meares and expressed his determination to bring the matter before the court and he therefore requested his assistance. This was the substance of the letter, and what would you deduce from it, dear reader! From insignificant facts large minds deduce important conclusions, the falling of an apple was the foundation of the theory of gravitation. From the contents of the above letter Mr. Harris came to the startling conclusion that the matter of the beating was all false or else why would the man seek assistance? A man who has a just cause on his side need not seek the assistance of another; truth is always self-evident, everlasting, and omnipotent, and needs no help to establish its claim. The harkara wanted help and therefore it was evident that truth was not on his side. Mr. Harris is in the habit of persuading Mr. Smith to adopt his philosophical views. There is a case, *sub-judice,* in which Mr. Harris is trying with his usual cleverness to instil his views into the minds of the Magistrate, but of this case hereafter. After these highly philosophical cogitations he came to consider the next question. The first question was settled that Mr. Meares did not beat the harkara, and the next question to determine was, who then beat him? That the harkara was beaten there was no doubt, for the marks on the harkara's person were evident to the senses. Mr. Harris might have at once adopted Berkeley's theory and denied the reality of the marks, but Mr. Smith was not [a] philosopher and would not perhaps understand him. Then there was the fact to account for, the mar[ks] on the harkara's person. Of course the harka[ra] might have made the marks himself but then th[ere] was another difficulty. A man can shoot himsel[f], hang himself, cut his throat himself, but he canno[t] beat himself as the harkara was beaten. So [it] was established that the harkara was beaten, n[ot] by his own hands, not by Mr. Meares as the beat[en] man himself alleges, but then by whom? Th[e] intricate problem was at last solved by Mr. [illegible] The harkara was a young man and as such w[as] fond of the company of females. Now we p[illegible] the name of all the young men in the wor[ld] [illegible] His Royal Highness, the Prince of [illegible] down to the Tarekssor Mohant, against this reasoning. Then Mr. Harris did not take [illegible] consideration where his argument would lead [illegible] himself being quite a young man. These premise[s] [estab]lished however, Mr. Harris urged further that [under] such circumstances, he must have gone to a w[illegible] Of course the guardian of this woman wo[uld] [illegible] like this and would with his friends beat him. [And] thus the harkara was beaten and the marks o[n his] person accounted for. The verdict of Mr Harri[s was] that the harkara was beaten by some [u]nkno[wn] guardians of an unknown woman! [Mr.] Harris ended his report with a request that [the] harkara should be punished under section 211 [for] bringing a false charge against Mr. Meares.

Mr. Smith long pondered on this report, to[ok] horse and rode to Jheneda. He was sick of [philo]sophers and he wanted to see things for hi[mself]. The first thing that struck him was the fact [that] Mr. Harris while investigating the matter, l[illegible] and dined with Mr. Meares himself. Evidence w[as] gone into, Mr. Meares was clearly found by M[r.] Smith of having carried the harkara to his f[a]ct[ory] and beat en him severely. Mr. Smith was d[illegible] of making an example and *he passed the [sentence] of imprisonment of Mr. Meares for two mont[hs] [with] hard labor!* Mr. Harris was directed to [illegible] him at once to the Presidency Jail in Calc[utta]. Mr. Meares has made a motion to the High C[ourt] and has been enlarged on a bail of thou[sand] Rupees.

This is the first instance in the annals of indi[go] planting, that an indigo planter has been incarcer[a]ted by a District Magistrate. Never did th[e] Europeans anticipate that the power enjoyed by t[he] Magistrates under section 222 would be tur[ned] against them. Whether the decisive step tak[en] by Mr. Smith to put a stop to the oppressio[ns] of the planters, upon the patient and inoffensi[ve] ryot, meets with the approbation or otherwise [of] Government we know not. Mr. Eden was tra[ns]fered to Cuttack for having taken part of [the] oppressed ryots. But then Mr. Grote was [illegible] Commissioner and Mr. Halliday the Lieuten[ant] Governor. Lord Ulicke Browne with all [illegible] vagaries is a high minded Officer and just to t[he] core. If Lord Browne is somewhat prejudi[ced] against the Babus, but it is not for the Ba[bus] that we cry against the indigo planters. The Ba[bus] flourish with the indigo planters. We demand [the] protection of the peaceful, frugal, industrio[us] patient, law abiding peasants of Bengal fro[m the] oppressions of the indigo planters. The [illegible] sacrifice that Mr. Smith made for th[e] [cause of] justice, in this case, can be only u[illegible] men in his position. We can a[illegible] that the blessing of millions [illegible] blessing of oppressed human[ity] [illegible]

## বিজ্ঞাপন।

### ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে।

### কিরোসাইন তৈলের ভাড়া।

এতদ্দ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে
র্ত্তমান ১০ই জুলাই এবং তৎপর হইতে কি-
াইন, রেঙ্গুন এবং অন্যান্য হাইড্রা কারবল
যাহা মঙ্গলবার শুক্রবারের সাধারণ গাড়ী
া হাওড়া হইতে রওনা হইবে, সে সকল তৈল
দ্ধ ভাড়া কমাইয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলে দ্বিতীয়
ার ভাড়া লওয়া যাইবে।

এই প্রকারের তৈল যদি অন্যান্য ষ্টেশন
ত প্রেরিত হয় তাহা হইলে তৎ সম্বন্ধে তৃতীয়
ার ভাড়া লওয়া যাইবে।

কাতা } সিসিল ষ্টিফেনসন।
জুলাই, ১৮৭৪ }

(১)

---

বঙ্গ দেশান্তঃপাতি কলিকাতাস্থিত হাইকোর্ট
রালয়ের সাধারণ আদিম দেওয়ানি বিভাগের
১৮৭১ সালের ৫১৯ নম্বরের মকর্দ্দমা যাহাতে
ক চন্দ্র সরকারের আসাইনি দীন নাথ মিত্র
এবং মৃত রাজ নারায়ণ দের পুত্র উত্তরাধিকারী
আইন সম্মত স্থলাভিষিক্ত গণ মহেন্দ্র নারায়ণ
দয় নারায়ণ দে ও গজেন্দ্র নারায়ণ দে যাহারা
ন ষোল বৎসরের কম বয়স্ক নাবালগ, সর্ব্ব
ন সহর কলিকাতার সিমলাস্থিত কর্ণোয়ালিস
এবং সেই সাকিনের সুরেন্দ্র নারায়ণ দে নাবা-
পেছেরে উক্ত মৃত রাজ নারায়ণ দে প্রতিবাদি
সেই মকর্দ্দমার এক হাজার আট শত বায়াত্তর
ন উনত্রিশে জানুয়ারী তারিখের ডিক্রি অনু-
আগামী ১ লা আগষ্ট শনিবার উক্ত আদা-
রেজিষ্ট্রার সাহেব কর্ত্তৃক আদালত গৃহে
খিত সম্পত্তি সকল নিশ্চয়ই বিক্রয় হইবে,

কলিকাতার কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রিটের আঠার
র ইষ্টক নির্ম্মিত দোতালা গৃহ বা ভদ্রাসন
দরবস্ত হকুক সমেত তৎ সংলগ্ন ভুমি খণ্ড
তক অংশের উপর উক্ত গৃহ অবস্থিত
যাহা আনুমানিক বার কাটা। উহার সিমানা
বিস্তার করিয়া লিখিয়া দেওয়া যাইতেছে,
উত্তরে শিবনারায়ণ দাসের গলি, পূর্ব্বে
নম্বরের গৃহ বাটী যাহাতে মৃত প্রেম নারায়ণ
লিকার ছিল, পশ্চিমে কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রিট
ক্ষিণে মৃত রূপ নারায়ণ দের ভদ্রাসন বাটি।
য় সম্বন্ধীয় অন্যান্য বিবরণ রেজিষ্ট্রার সাহেবের
শ অথবা কাউন্সিল হাউস ষ্ট্রিটের চারি
ভবনস্থিত মেসুয়ার্স গ্রে, সেন এবং ফার
গণের দিকট তত্ব করিলে জানা যাইবে।

সেন এবং ফার } আর বেল চেম্বারস্
ণের আটর্ণী } রেজিষ্ট্রার।

কলিকাতা হাইকোর্ট
রেজিষ্ট্রারের আফিশ } (২)
৬ই জুলাই ১৮৭৪।

---

## পত্র প্রেরকের প্রতি।

শান্তিপুর—বোধ হয় আপনি শুনিয়া সন্তুষ্ট
ষ গত ২৯এ জ্যৈষ্ঠের অমৃত বাজার পত্রিকায়
র শশি ভুষণ রায় প্রভৃতি সম্বন্ধীয় যে মক-
কাশিত হয় তাহা ডিস্মিস্ হইয়া গিয়াছে।

গেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মশাগ্রাম—গ্রামের
জুঠিয়া এ সম্বন্ধে মাজিষ্ট্রেটের নিকট দর-
বন, তাহা হইলে আপনাদের কষ্ট নিবারণ

ব, মাপ করিবেন।

শ্রীপ্রসন্ন নারায়ণ চৌধুরী—পাবনার বিদ্রোহী প্রজাদিগের মধ্যে অনেকে শাস্তি পায় নাই এবং মাজিষ্ট্রেট তাহাদিগকে শাস্তি দিবার কোন উদ্যোগ করিতেছেন না এই জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। পত্র প্রেরকের প্রজাদিগের সহিত বিবাদ থাকিতে পারে এবং তজ্জন্য তিনি তাহাদিগের শাস্তিতে আনন্দ লাভ করিতে পারেন, কিন্তু অন্যে তাহাতে কি করিয়া তাহার সহিত যোগ দিবে? স্থূল কথা নির্ব্বোধ প্রজাদিগকে গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীগণ যেরূপ উপদেশ দেন তাহারা সেই রূপ কার্য্য করে। যদি নোলান সাহেব কি টেলার সাহেবের প্রশ্রয় না পাইত তাহা হইলে কি তাহারা এরূপ উপদ্রব করিতে সাহস করিত? প্রকৃত শাস্তি পাইবার যোগ্য গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীগণ, নির্ব্বোধ সরল প্রজারা নহে।

কস্যচিৎ দর্শক্য—ও রূপ প্রস্তাব আমরা গ্রহণ করি না।

মাধব চন্দ্র সেন, গুপ্তী পল্লী—সরস্বতীর বন্দনা পদ্যাকারে রচনা করিয়া পাঠাইয়া দিয়াছেন। আপনার প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া আপনিও সরস্বতী ভিন্ন আর কাহার প্রীতি হইবার সম্ভাবনা নাই, সুতরাং উহা প্রকাশ না করাতে পত্র প্রেরক বোধ হয় আমাদের উপর বিরক্ত হইবেন না।

শ্রীমুকন্দ লাল সরকার, মালঞ্চী, পাবনা,—লেঃ গবর্ণর এ অঞ্চল ভ্রমণ করিয়া গিয়াছেন। তিনি দোগাছীর দুই ব্যক্তির নিকট দেশের অবস্থার বিষয় জিজ্ঞাসা করেন। তাহারা বলেন এখানে চাউল ২০।২৫ সের টাকায় পাওয়া যায় ও লোকের কোন কষ্ট নাই। সার রিচার্ড টেম্পল ইহাদের কথায় বিশ্বাস করিয়া পাবনার মাজিষ্ট্রেটকে লিখিয়াছেন যে এই জেলায় বিশ হাজার মোন চাউল পাঠান গিয়াছে তৎ ব্যতীত আর আবশ্যক হইবে না। যে দুই ব্যক্তির নিকট লেঃ গবর্ণর জিজ্ঞাসা করেন তাহাদের এরূপ বলিবার স্বার্থ আছে কারণ তাহারা মহাজন এবং গবর্ণমেণ্টের চাউল বেশী আমদানি হইলে তাহাদের চাউল বিক্রয়ের বাধা জন্মাইতে পারে। ২। ইহার নিকট ননমুড়া নামক গ্রামের কোন পুষ্করিণীতে একটী নূতন ধরণের কুমীর আসিয়াছে। উহার গায়ের রং ঠিক বোড়া সাপের ন্যায় এবং বুকের উপর শালগ্রামের চক্রের ন্যায় দুটী কাল দাগ আছে।

শ্রী গ, চ, চক্রবর্ত্তী বিক্রমপুরবাসি—বিক্রমপুর অঞ্চলে অত্যন্ত দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়, কিন্তু কুণ্ড বাবুদের সাহায্যে অনেকের কষ্ট নিবারণ হইয়াছে। ইহারা প্রতি দিন প্রায় চারি পাঁচ শত লোকের আহার দিতেছেন।

শ্রী, সুসাঙ্গ দুর্গাপুর—কলিকাতা নর্ম্মাল স্কুলের ভূতপূর্ব্ব পণ্ডিত কালি প্রসন্ন সেন গুপ্ত কলিকাতায় একটী এজেন্সি খোলেন। খুলিয়া অনেকের টাকা লইয়া আর তাহা প্রত্যর্পণ করেন না। সুসঙ্গের শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা কমল কৃষ্ণ বাহাদুর তাঁহার স্কুল হইতে ঐ রূপে ৫০ টাকা লওয়ায় এ বিষয় ক্লার্ক সাহেবের নিকট অবগত করান ও ক্লার্ক সাহেব তাহাকে কর্ম্মচ্যুত করেন। পত্র প্রেরক উপযুক্ত স্থানেই কালী প্রসন্ন বাবুর নামে নালিশ করিয়াছেন। আমরাও কালী প্রসন্ন বাবুর আর জন্মে কিছু দায়ী ছিলাম। পত্র প্রেরক শ্রীরামপুরের কালি প্রসাদ শর্ম্মা নামক আর একটী ভদ্র লোকের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। আইন আকবরী গ্রন্থ প্রকাশ করিবেন বলিয়া সুসঙ্গের রাজা বাহাদুর ও মুক্তাগাছার জমিদার সূর্য্যকান্ত বাবুর নিকট কিছু টাকা লইয়া অনুদ্দেশ হইয়াছেন।

শ্রীপ্রতাপ চন্দ্র শর্ম্মণ, ভট্টাচার্য্য—আপনি যে হাকিমের গ্লানি করিয়া লিখিয়াছেন ওরূপ সাধারণ পাঠে করিলে চলিবে না, নির্দ্দিষ্ট করিয়া তাহার দোষ বর্ণন করিয়া লিখিবেন।

শ্রীযাদবানন্দ রায়, রংপুর—আপনার গল্পটী বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারিলাম না। যদি আপনি স্বচক্ষে দেখিতেন সে আর এক কথা।

কুসিয়া ডাঙ্গা—নাম স্বাক্ষর নাই।

শ্রীকৃষ্ণ মোহন রায়, জামালপুর—ব্যস্ত হইবেন না,

ক্রমেং।

শ্রীমহিম চন্দ্র বিশ্বাস,—যশোর জেলার গদখালি থানার অন্তর্গত দিগদানা গ্রামে দুইটি বলিষ্ঠ হালি গরু মুচিদিগের কর্ত্তৃক গোপনে হত হইয়াছে। এ বিষয় থানার দারোগাকে সংবাদ দেওয়া যায়, কিন্তু এ যাবৎ তিনি ইহার অনুসন্ধান করিলেন না। এই মুচিদিগের দ্বারা মাঝে মাঝে গোরু নষ্ট হইয়া থাকে এবং পত্র প্রেরক যশোরের মাজিষ্ট্রেটের নিকট প্রার্থনা করেন যে তিনি ইহাদিগকে শাসন করেন।

শ্রীরাম লোচন শর্ম্মা, শ্রীহট্ট—কমিটির ওকালতী পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হওয়ায় আপনার অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া এক খানি দীর্ঘ পত্র লিখিয়াছেন। পত্র প্রেরকের দুঃখে আমরা দুঃখিত হইলাম কিন্তু আমাদের নিকট দুঃখ ব্যতীত তিনি আর কি চান?

অন্যান্য পত্রের মর্ম্ম আগামীতে প্রকাশিত হইবে।

---

## সংবাদ

—ডাক্তার ম্যাকবেথ গোয়ালিয়ারের মহারাজা সিন্ধিয়াকে সম্পূর্ণ রূপে আরোগ্য করায় দশ হাজার টাকা পুরস্কার পাইয়াছেন।

—সোয়াতের আখুন্দ তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বারা কাসাগারের আমীরকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন যে তিনি যেন ইউরোপীয়েদের সহিত না মিশেন এবং তাহাদিগকে তাহার রাজ্য মধ্যে প্রবেশ করিতে না দেন। আখুন্দের যেরূপ ক্ষমতা তাহাতে বোধ হয় তাহার উত্তেজনা নিস্ফল হইবে না।

—রুসিয়ার সৈন্য সংখ্যা পনর লক্ষ বিশ হাজার, ইংলণ্ডের সৈন্য সংখ্যা মোটে চারি লক্ষ উন আশি হাজার।

—আমেরিকার আণ্টিয়াক কলেজে এক জন স্ত্রীলোক গণিতের অধ্যাপক হইয়াছেন। ইহার নাম মিস রেবেকা রবার্টস।

—ইণ্ডিয়ান ষ্টেটসম্যান বলেন যে সার ফিলিপ ওড-হাউসের বোম্বাইয়ের গবর্ণরী পদ হইতে অবসৃত হওয়ায় সম্ভাবনা এবং সার রিচার্ড টেম্পল তাঁহার স্থানে নিযুক্ত হইবেন। ইংলণ্ড কি কলিকাতায় সার ফিলিপের পক্ষীয় লোক কেহ নাই।

—সুইনডলার সাহেব টেলিগ্রাফ সম্বন্ধে একটি বিশেষ উন্নতি করিয়াছেন। তিনি এরূপ উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন যদ্দ্বারা এক সময়ে এক তার দিয়া দুই স্থানের সংবাদ যাওয়া আসা করিতে পারে। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট সুইনডলার সাহেবের প্রণালী অবলম্বন করিয়া এক্ষণ বোম্বাই হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত এক তারে সংবাদ প্রেরণ ও গ্রহণ করিতেছেন। গবর্ণমেণ্টের ইহাতে বিস্তর লাভ হইবে।

—মেলবিল সাহেব ওরফে সেক আবদুল রহমান সপরিবারে নাইনিতাল হইতে দেহারাদুনে গমন করিয়াছেন। সেখানে দশহাজারটাকা দিয়া একটি বাড়ী ও পাঁচহাজার টাকার ভূমি তিনি ক্রয় করিয়াছেন। তিনি এই ভূমি স্বহস্তে কর্ষণ করেন এবং তাঁহার চেহারা দেখিলে বোধ হয় তিনি মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া পরম সুখে কাল যাপন করিতেছেন।

—লণ্ডন হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত রেলওয়ে করিবার প্রস্তাব পুনরায় উত্থাপিত হইয়াছে। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে বিলিয়ারস্ স্যাঙ্কি সাহেব এই প্রস্তাব প্রথম উত্থাপন করেন এবং তিনি পুনরায় ইহার উত্থাপন করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে ভারতবর্ষের ষ্টেট সেক্রেটারির নিকট তিনি এক পত্র লেখেন এবং ষ্টেট সেক্রেটারী উহা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টে প্রেরণ করিয়াছেন।

—রেবারেণ্ড খাসাম মাহাম্মুদ নামক এক সাহেব মুসলমান আছেন। ইনি পূর্ব্বে খৃষ্টান পাদরী ছিলেন এবং আমেরিকা হইতে এ দেশে খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রচার করিতে আসেন, কিন্তু এখন তিনি এক জন গোড়া মুসলমান হইয়া উঠিয়াছেন। আপাতত তিনি মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় কোরান অনুবাদ করিতেছেন।

—মান্দ্রাজের এক জন হিন্দু বালক কয়েক বার প্রবেশিকা পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হওয়ায় আপনাকে কুপে নিঃক্ষেপ করিয়া আত্ম হত্যা করিয়াছে!

—হিন্দু হিতৈষিণীতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন যে "মুক্তাগাছার ভূমধিকারী বাবু সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী সুতুয়া নামক নদীতে একটী পুল নির্ম্মাণ করিতেছিলেন; ডি ডম্বল নামক একজন ইঞ্জিনিয়ার মাসিক ২০০ টাকা বেতনে উক্ত কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। পুল প্রায় প্রস্তুত হইয়াছে, এমত সময়ে উহা এক কালে পতিত হইয়া গিয়াছে। ডম্বলের নিতান্ত লর্জ্জা হওয়াতে পুনরায় চেষ্টা করেন, কিন্তু তাহাতেও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। সূর্য্যকান্ত বাবুর প্রায় ৬০ হাজার টাকা নষ্ট হইয়াছে। সাহেব নষ্ট করিয়াছে সুতরাং অধিক দুঃখ হইবে বোধ হয় না।"

—রুসিয়ান রাজ পুত্র জিচারটিঙ্কি ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান রাজা দিগের সহিত আলাপ করিয়া বেড়াইতেছেন। আপাতত হলকারের মহারাজের রাজ্যে অবস্থিতি করিয়া নানাবিধ আমোদ আহ্লাদ করিতেছেন। এক বৎসর পুর্ব্বে এক জন রুসিয়ান প্রধান লোককে ইংরেজেরা এই রূপ ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করিতে দিতেন না। ইংলণ্ডকে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ করিয়া রুসিয়া এক্ষণ যাহা ইচ্ছা প্রায় তাহাই করিতেছেন।

—ব্রহ্ম দেশের রাজা অত্যন্ত ফল ভক্ত। সম্প্রতি তিনি রাঙ্গুন হইতে তের হাজার ফল আনয়ন করিবার নিমিত্ত এক খানি ষ্টিমার পাঠাইয়াছেন।

—এলাহাবাদে ব্লান্‌চেট সাহেব নামক যে ব্যক্তি প্রায় বার হাজার টাকার ষ্টাম্প চুরি করে তাহার কঠিন পরিশ্রমের সহিত তিন বৎসর মেয়াদ হইয়াছে।

—জনরব যে মহারাণী বিক্‌টরিয়ার কনিষ্ঠা কন্যার পাণি গ্রহণার্থে তিন জন রাজ পুত্র প্রার্থী হইয়াছেন। প্রথম ফ্রান্সের ভূত পূর্ব্ব সম্রাট লুই নেপোলিয়ানের পুত্র; দ্বিতীয় রুসিয় সম্রাটের কনিষ্ঠ পুত্র; তৃতীয় মেকলেনবার্শ ষ্ট্রেলিজের রাজ পুত্র। শেষোক্ত রাজ পুত্র মহারাণী বিক্‌টরিয়ার সসম্পর্কীয়, কিন্তু আজ কাল ইংরেজেরা রুসিয়দিগের যেরূপ গোঁড়া হইয়া উঠিয়াছেন তাহাতে বোধ হয় রুসিয় রাজ পুত্রের প্রার্থনাই গ্রাহ্য হইবে।

—মাহারাজ্ঞী বিক্‌টরিয়ার আর একটি নাতি হইয়াছে। এইটি দিয়া মহারাণীর বাইশটি পৌত্র ও দৌহিত্র হইল।

—খৃষ্ট ধর্ম্মের উন্নতি সম্বন্ধে এক খানি খৃষ্টান পত্রিকায় এই রূপ লিখিত হইয়াছে। 'পৃথিবীতে তিন শত পঞ্চাশ কোটি খৃষ্টান আছেন বটে, কিন্তু ইহারা নাম মাত্র খৃষ্টান। পৃথিবীর অন্যান্য লোকও খৃষ্টের প্রকৃত ধর্ম্ম হইতে যত দূরে অবস্থিতি করিতেছেন ইহারা তত দূরে অবস্থিতি করিতেছেন। বরং ইহারা অপেক্ষাকৃত ঈশ্বরের ক্রোধ ভাজন, কারণ খৃষ্ট ধর্ম্মের আলোক ইহাদের অন্তরে প্রবেশ করিয়াছে। বস্তুত খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রচারের ইহারা যেরূপ বাধা জন্মান এরূপ কেহই নহে।' যে সকল খৃষ্টান মহাশয়েরা এ দেশীয় লোকদিগকে 'হিদেন' বলিয়া ঘৃণা করেন তাহারা উপরোক্ত বাক্য গুলি হইতে প্রচুর জ্ঞান লাভ করিতে পারেন।

রাজসাহীর অন্তর্গত বলীহার হইতে শ্রীকৃপানাথ আচার্য্য এই পত্র খানি এডুকেশন গেজেটে লিখিয়াছেনঃ—'বিগত ৯ইআষাঢ় লোক পরম্পরায় শ্রুত হইলাম যে, থানা মান্দার সমীপবর্ত্তী গণেশপুর গ্রামে এক হস্ত প্রমাণ কতক গুলি পদ চিহ্ন পতিত আছে, তচ্ছ্রবণে আমি সাতিশয় কৌতুকাবিষ্ট হইয়া তথায় উপস্থিত হইবামাত্র দেখিলাম যে এক খানি কর্ষিত ক্ষেত্রে শ্রেণী বদ্ধ কতক গুলি পদ চিহ্ন পতিত আছে। পূর্ব্ব দিবসে বৃষ্টি হওয়ায় ঐ ক্ষেত্র কিঞ্চিৎ পঙ্কিল ও অবন্ধুর ছিল, সুতরাং প্রোথিত পদের গুল্‌ফ হইতে অঙ্গুষ্ঠ পর্য্যন্ত সমুদায় অবয়ব সম্যক্ লক্ষিত হইয়াছিল। উহার দৈর্ঘ্য এক হস্ত ও বিস্তার প্রায় অর্দ্ধ হস্ত হইবে, এবং প্রতি পদবিক্ষেপে ৪।৷ হস্ত পথ অতিক্রম করিয়াছে। দেখিলেই বোধ হয় যেন কোন মহা পুরুষ উত্তর পশ্চিম কোণ হইতে দক্ষিণ পূর্ব্ব দিকে সরল রেখাক্রমে গমন করিয়াছেন, আর তিনি যে যে স্থান দিয়া গমন করিয়াছে, তাহা মনুষ্যের অগম্য ও কোন প্রকার সামান্য প্রতিবন্ধকে তাহার গতি রোধ করিতে পারে নাই। যাহা হউক, এই সমুদায় প্রত্যক্ষ করিয়া গমনশীল ব্যক্তিকে সামান্য বলিয়া উপলব্ধি হইতেছে না। উক্ত গ্রামের নিকটবর্ত্তী অরণ্য মধ্যে একটি জীর্ণ দেব মন্দির আছে, সেখানেও তাহার পদের চিহ্ন সুস্পষ্ট লক্ষিত হইয়াছে। আর এই ব্যাপার যে কেবল আমরাই প্রত্যক্ষ করিয়াছি এমন নহে, এক জন শ্রীরামপুর গ্রামে ঐ রূপ চিহ্ন দেখিয়া আমাদের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন। উক্ত গ্রাম মান্দা থানার দুই ক্রোশ দক্ষিণ পূর্ব্ব, আর এক ব্যক্তি বাঁশবেড়ে হইতে মৃত্তিকা সহিত এক খানা পদ চিহ্ন উত্তোলন করিয়া অত্র বলীহার রাজ বাটীতে আনিয়াছিল। উক্ত বাঁশবেড়ে গ্রাম থানার অন্যূন তিন ক্রোশ উত্তর পশ্চিমাংশে অবস্থিত। বোধ হইতেছে যে, সে ব্যক্তি দক্ষিণ পূর্ব্বাভিমুখে গমন করিয়াছে তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বাঁশবেড়ে হইতে শ্রীরামপুর পর্য্যন্ত প্রায় ৬।৭ ক্রোশের মধ্যে চলিষ্ণু ব্যক্তির সহিত কাহারও সাক্ষাৎ হয় নাই। যাহা হউক, আমি উক্ত পদের অবিকল এক খানি নক্‌সা প্রস্তুত করিয়া আপনার নিকট প্রেরণ করিলাম, দৃষ্টি করিতে আজ্ঞা হইবে।' এডুকেশন সম্পাদক বলেন যে 'অঙ্কিত শ্রীচরণ খানি আমাদের নিকট আসিয়াছে। আমরা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। উহার পরিমাণ বাস্তবিকই দীর্ঘে এক হাত, ও বিস্তারে প্রায় এক বিঘত হইবে। যদি পদ চিহ্ন বাস্তবিক হয়, তবে এরূপ ব্যক্তি থাকা অতি আশ্চর্য্যের বিষয়, তাহার সন্দেহ নাই। এ রূপ ব্যক্তিকে প্রত্যক্ষ দেখিলে মনুষ্য বলিয়া কখনই বোধ হইবে না, পুরাণ প্রথিত দৈত্যাদি বলিয়াই বোধ হইবে।'

—শুনা যাইতেছে শরৎ কালের প্রারম্ভে লর্ড নর্থব্রুক ও তাঁহার কয়েক জন সভাসদ কিয়ৎ কালের নিমিত্ত সিমলা পরিদর্শন করিতে যাইবেন।

—পূর্ণ চন্দ্রোদয়ের কাগনাপাড়াস্থ সংবাদ দাতা এই অদ্ভুত ঘটনাটি প্রকাশ করিয়াছেনঃ—"বাগনাপাড়া হইতে ৩ মাইল অফদম্বা নামক গ্রামে একটি অদ্ভুত কাণ্ড হইয়াছে। উক্ত গ্রামবাসী জনেক মুচীর স্ত্রী সূতিকাগারে জীবন পরিত্যাগ করায় তাহাকে সেই গ্রামের মাঠে একটী বুনা পুস্কণীর পাড়ে ফেলিয়া দিয়া আইসে। (সেইস্থান দিইয়াই রাস্তা) কিন্তু ৪।৫ দিন পরে সেই স্থানে পতিত হইয়া মানুষ মরিতে লাগিল, অর্থাৎ একটী বায়ু আসিয়া মনুষকে ঘূর্ণায়মান পূর্ব্বক ভূতলশায়ী করতঃ জীবন হরণ করিতে লাগিল। এই প্রকার প্রায় ৩।৪ জন মানুষ্য জীবন হারাইয়াছ। এক্ষণে আর সে স্থান দিয়া কেহ যায় না। সকলে বলিতেছে যে মুচি বৌ এই রূপ কার্য্য করিতেছে।"

—মান্দ্রাজে চটি জুতা পায় দিয়া কাছারী গেলে জরিমানা হয়। কিছু দিন হইল পুলিশ কোর্টে এক জন চটি পায় দিয়া গমন করে। এই নিমিত্ত মাজিষ্ট্রেট তাহাকে ৫ টাকা জরিমানা করেন। মান্দ্রাজ কি নিয়ম বহির্ভূত দেশের অন্তর্গত?

—গুইকারের নামে ভারতবষীয় গবর্ণমেণ্ট আর এক নালিশ উপস্থিত। কিছু দিন হইল তিনি তাঁহার নব বিবাহিতা স্ত্রী লক্ষ্মী বাইকে সঙ্গে করিয়া স্পেসিয়াল ট্রেনে মামুদাবাদ গমন করেন। দেশীয় কোন রাজার ব্রিটিশ রাজ্যে আসিতে হইলে পূর্ব্বে তাঁহাকে সংবাদ দিতে হয়, কিন্তু গুইকার সংবাদ না দিয়া মামুদাবাদে উপস্থিত হন। কায়রার কলেক্টর এই বিষয় গবর্ণমেণ্টকে জানাইয়াছেন। এবার গুইকারের টেঁকা ভার।

—বাঙ্গালোরে একটি অদ্ভুত মকর্দ্দমা হইয়া গিয়াছে। এক জন ব্রাহ্মণ হত হয়। চারি ব্যক্তিকে হত্যাকারী বলিয়া পুলিশ চালান দেন এবং বিচারে তাহাদের দোষ সাব্যস্ত হওয়ায় সেসন্‌স জজ তাহাদিগে প্রতি ফাঁসির হুকুম দেন। হাইকোট এই হুকুম বহাল করেন। ইতিমধ্যে জজ সাহেবের নিকট এই মর্ম্মে এক খানি মুফ্‌তি দরখাস্ত পড়ে যে উক্ত চারি ব্যক্তি নির্দ্দোষী এবং প্রকৃত দোষীকে আদৌ ধরা হয় নাই। এই দরখাস্ত পাইয়া জজ সাহেব ফাঁসি স্থগিত করিতে বলেন ও অনুসন্ধান দ্বারা প্রকাশ পায় যে পুলিশ কর্ম্মচারীগণ মিথ্যা করিয়া ইহাদিগকে আসামী শ্রেণীভুক্ত করে এবং পুলিশের লোকদিগের প্রতি এই নিমিত্ত জজ সাহেব দ্বিপান্তরের আদেশ দেন। কিন্তু হাইকোট এই হুকুম রদ করিয়া পূর্ব্ব হুকুম বহাল রাখিতে আদেশ দেন এবং হত্যাকারীদিগকে ফাঁসি দিতে বলেন। জজ সাহেব বিশেষ করিয়া অনুরোধ করায় গবর্ণমেণ্ট এই চারি ব্যক্তিকে ফাঁসি না দিয়া ইহাদিগকে পোর্ট ব্লেয়ারে দ্বিপান্তরিত করিতে আদেশ করেন। তিন জন এখানে মরিয়া যায়, এবং চতুর্থ ব্যক্তি পলাইয়া মান্দ্রাজে আসে ও সেখানে পুলিশের হস্তে আত্ম সমর্পণ করে। সে বলে যে তাহার কোন দোষ নাই, কয়েক ব্যক্তি ষড় যন্ত্র করিয়া তাহাকে হত্যাপরাধে লিপ্ত করে। কিন্তু সে পোর্ট ব্লেয়ার হইতে পলাইয়া আসিয়াছে বলিয়া তাহাকে দুই বৎসর কঠিন পরিশ্রমের সহিত মেয়াদ দেওয়া হয়। ইতি মধ্যে প্রকৃত হত্যাকারী ধৃত হয়। সে আত্ম দোষ সমুদায় স্বীকার করিয়াছে। সে বলে যে উক্ত ব্রাহ্মণ তাহার স্ত্রীকে নষ্ট করে বলিয়া তাহাকে সে খুন করে। কিন্তু নির্দ্দোষী চারি ব্যক্তিকে যে অকারণে শাস্তি দেওয়া হইল এবং তাহার তিন জন যে মরিয়া গেল ইহার জবাদিহি কে করে?

—যশোর হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন—"সম্প্রতি নড়াইল মহকুমায় একটি নূতন ধরণের মোকদ্দমা হইয়া গিয়াছে। গত জ্যৈষ্ঠ মাসে শ্রীধরপুর গ্রামের পরেশ নাথ চক্রবর্ত্তী জঙ্গলবাধাল গ্রামের নীলমণি বন্দ্যোপাধ্যায় নামক জনেক কুলীন ব্রাহ্মণের কন্যাকে বিবাহ করে। বর বংশজ, বয়ঃক্রম ৩৫। ৩৬। কন্যার বয়স অনুমান ২৪। ২৫ বৎসর হইবেক। পাত্রী স্বইচ্ছায় রাত্রিযোগে গোপনে বরের সহিত আইসায় বিবাহ হয়। ২০। ২২ দিবস পরে উক্ত পাত্রী নৃত্যকালীর মাতুল প্রভৃতি কএক জন আসিয়া পরেশের বাটীতে পড়িয়া নৃত্যকালীকে বলপূর্ব্বক লইয়া যায়; ইহাতে পরেশ ডেঃ ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট এজাহার করে। ইনেস্পেক্টর আসিয়া তদারক করিয়া এ ফারম দেন। ডেঃ মাজিষ্ট্রেট বাবু উক্ত মোকদ্দমাটী ডিসমিস করিয়াছেন। শ্রুত হইলাম বাদীর প্রধান মোক্তার মোকদ্দমার সময় উপস্থিত হন নাই। নৃত্যকালীর মামা, 'আমার বহুতর দ্রব্যাদি চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে' বলিয়া এজাহার দেওয়ায় পুনরায় ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর পুলিষের উপরে তদারকের ভার দিয়া পরেশ ও তাহার স্ত্রীকে ওয়ারেণ্ট দ্বারা তলব করিয়াছেন।'

—আর এক জন ইংরেজ মহিলা মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। ইনি এক জন অবিবাহিতা রমণী, সুন্দরী ও যুবতী ইহার পিতা এক জন সম্ভ্রান্ত লোক। করাচিতে ইহারা বাস করেন। ইংরেজ মহিলা এক জন মুসলমান যুবকের প্রেমে আবদ্ধ হইয়াছেন। ইনি এই মুসলমানের সহিত গৃহ পরিত্যাগ করিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতে ছিলেন কিন্তু তাহার পিতা মাতা হঠাৎ টের পাওয়ায় তিনি কার্য্য সিদ্ধি করিতে পারেন নাই। ফল যুবতীর পিতা মাতা হতাশ হইয়া পড়িয়াছেন কারণ যুবতী স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে তিনি উক্ত মুসলমানকে স্বামীরূপে বরণ করিয়াছেন ও যাবৎ তিনি বাঁচিয়া থাকিবেন তাবৎ তিনি মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া তাহার স্বামীকে প্রাণের অধিক ভাল বাসিবেন। ইংরেজদের ধর্ম্ম ও সমাজে কি কীট লাগিয়াছে? যে মুসলমানদিগকে খৃষ্টান করিবার নিমিত্ত তাহাদের ধর্ম্ম প্রচারকগণ চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন তাহারাই তাহাদের ঘরের কুলবধু ও দুহিতা সকল বাহির করিয়া লইয়া বিবাহ করিতে লাগিল ইহা অপেক্ষা লজ্জার কথা আর কি হইতে পারে। যে ইংরেজ এই সংবাদটি প্রকাশ করিয়াছেন তিনি ক্রোধান্বিত হইয়া লিখিয়াছেন যে, যে মুসলমান এই মহিলাকে নষ্ট করিয়াছে তাহাকে ফাঁসি দিয়া তাহার শরীর খণ্ড২ করিয়া কাটা উচিত। এই মুসলমানকে না কাটিয়া ইংরেজের এক কাজ করুন। স্ত্রী লোকের স্বাধীনতা কিছু কমাইয়া দিউন, আর তাহাদের মধ্য হইতে যুবতী বিবাহ উঠাইয়া দিউন।

—আজ কাল ইংরেজ জুয়াচোরের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে। সিমলার পাহাড় হইতে এক ব্যক্তি ছয় হাজার টাকার জিনিস লইয়া পলায়ন করিয়াছে। ইহার আড়াই শত টাকা বেতনের একটি কর্ম্ম ছিল।

—পাঠকগণের স্মরণ আছে কয়েক মাস হইল একটি নেকড়িয়া বাঘের গর্ত্তে একটি বালক পাওয়া যায়। বোধ হয় নেকড়িয়া বাঘ শিশুটিকে আহার করিবার মানসে লইয়া যায়, শেষে হঠাৎ তাহার দয়ার উদয় হওয়াতে উহাকে প্রতিপালন করে। এই বৃত্তান্তটি বিশ্বাস করিলে রুমের স্রষ্টা রমুলাস ও রিমানের গল্প আর অদ্ভুত বলিয়া বোধ হয় না। আপাততঃ এই বালকটি সেকেন্দ্রার খৃষ্টান অনাথ নিবাসে অবস্থিতি করিতেছে। মিসনারীরা ইহাকে যত্নের সহিত কথা বলাইতে শিখাইতেছেন।

—লণ্ডনে যেরূপ টিকবর্ণ মকর্দ্দমা লইয়া গোল হয়, কড়কিতে সেইরূপ একটি মকর্দ্দমা উপস্থিত হইয়াছে। সাত বৎসর হইল লাণ্ডোরা নামক স্থানের রাজা পরলোক গমন করেন। ইনি এক জন বিলক্ষণ ঐশ্বর্য্যশালী ও ক্ষমতাবান জমীদার ছিলেন। ইহার শবদাহ করিয়া গঙ্গায় ফেলিয়া দেওয়া হয়, কিন্তু কিছু দিন হইল ইহার ন্যায় এক ব্যক্তি ক্যাণ্টনমেণ্ট মাজিস্ট্রেটের নিকট আসিয়া বলিতেছেন যে তিনি প্রকৃত লাণ্ডোরার রাজা এবং মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহাকে তাহার সম্পত্তি দখল দেওয়াইয়া দিউন। উক্ত ব্যক্তি বলিতেছেন যে কতক গুলি ধূর্ত্ত লোক তাহার মৃত্যু না হইতেই তাহাকে অর্দ্ধ ভস্মীভূত করিয়া জলে নিঃক্ষেপ করে এবং তিনি ভাসিতে২ নদীর কূলে গিয়া উপস্থিত হন। এক জন ফকীর তাহাকে উদ্ধার করে এবং তাহার আশ্রয়ে তিনি এ যাবৎ ছিলেন। তিনি এক্ষণ তাহার ন্যায্য সম্পত্তির [illegible] করিতে আসিয়াছেন। মাজিস্ট্রেট ইহার বিবরণ [illegible]সে না করিয়া ইহাকে হাজতে রাখিয়াছেন। শুনা [illegible]তছে এক জন ধনী বণিক ইহার পক্ষ হইয়া মকর্দ্দমা করিবেন।

—পূর্ব্বে টাইমস্ পত্রিকাই ইংলণ্ডের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ছিল। কিন্তু টেলিগ্রাফ। ডেলি নিউস্ প্রভৃতি [illegible]বাদী জুঠিয়াছে। সম্ভ্রমে না হউক, গ্রাহক সংখ্যায় এই দুই খানি পত্র টাইমস্ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিন্তু টাইমস্ আত্ম পদ পুনরুদ্ধারের নিমিত্ত এক উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। ইংরেজেরা ফ্রান্সের সংবাদ অত্যন্ত আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়া থাকেন। টাইমস্ পত্রিকার মালিক এই নিমিত্ত পারিস হইতে তাহার আফিশ পর্য্যন্ত একটি টেলিগ্রাফের তার বসাইয়াছেন এবং উহা দ্বারা প্রতি দিন ফ্রান্সের নূতন২ [illegible]বর তাহার পাঠকবর্গকে জ্ঞাত করান হইতেছে। সম্ভবতঃ অন্যান্য পত্রের মালিকেরাও টাইমসের পথ সত্বর অনুসরণ করিবেন।

—কলিকাতার স্মল কজ কোর্ট হইতে মোক্তার ও দালালদিগকে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। যে কোন উকীল দালাল কি মোক্তার দিগের নিকট হইতে [illegible]ন মকর্দ্দমা গ্রহণ করিবেন তাহাকে আদালতের নিরুদ্ধাচারী বলিয়া গণ্য করা হইবে এবং তিনি আইনানুযায়ী শাস্তি পাইবেন।

—পাওনিয়ারের পারিসস্থ সংবাদ দাতা লিখিয়াছেন [illegible]য ইংরেজী কাগজের সম্পাদকগণও কথায় কথায় মিথ্যা কথা বলেন। তাহারা রুসিয়ার সম্রাটের সম্বন্ধে যাহাই বলুন প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহার দেমাকী ভাব দেখিয়া অনেকে বিরক্ত হইয়াছেন। সম্রাট বেলজিয়মে আসিয়া এই রূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন যে তাহাকে দেখিবার নিমিত্ত অনেক ইংরেজ জড় হইয়া ছিল বটে, কিন্তু তাহাদের ভাব দেখিয়া বোধ হয় যে কৃষ্ণ সাগর সংক্রান্ত সন্ধি ভঙ্গ করাতে তাহারা যে কষ্ট পাইয়াছে তাহা তাহারা এখনো ভুলিতে পারে নাই।

## মফস্বলের মূল্য প্রাপ্তি।

| | |
|---|---|
| শ্রীযুক্ত বাবু পিয়ারী মোহন সন কাবিনা রংপুর | ৫ |
| ” ” দীনবন্ধু রায় রাণিগঞ্জ | ১০ |
| ” ” অক্ষয় কুমার মুখোপাধ্যায় রাইগঞ্জ, দিনাজপুর | ৮ |
| ” ” মথুরা লাল সোম খারাকপুর, মুঙ্গের | ৩ |
| ” ” আনন্দ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় পুরী | ২৬ |
| ” ” বিনোদ বেহারি সিং বেলিয়া, মুঙ্গের | ৮ |
| ” ” মহেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় মজফাপুর | ২ |
| মহা রাজা স্বাধীন ত্রিপুরা | ৮ |
| শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্র নারায়ণ ঘোষ বেনারস | ৮/ |
| ” ” বনয়ারি লাল গোস্বামী সওদাবাদ, বহরমপুর | ৪॥ |
| ” ” জয় নারায়ণ দাস কৃষ্ণনগর | ৮ |
| ” ” কৃষ্ণ মোহন মিত্র জয়নগর, মজিলপুর | ৮ |
| ” ” নবীন চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জয়রামপুর, কৃষ্ণনগর | ৮ |
| ” ” বিদ্যাধর দাস কুমিল্লা | ৮ |
| ” ” রাম জীবন রায় কুমিল্লা | ২ |
| ” ” পূর্ণানন্দ বড়ুয়া গোয়ালপাড়া | ৮ |
| ” ” দীনবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায় ঢাকা | ৮ |
| ” ” কৃষ্ণ মঙ্গল চৌধুরী হাটরা, রাজসাহি | ৮ |
| ” ” গোপাল চন্দ্র ঘোষ ফতোয়া | ৩ |
| ” ” হরশঙ্কর ভট্টাচার্য্য কাদাই, বহরমপুর | ৫ |
| ” ” কিশোরী মোহন চৌধুরী সহর সেরপুর ময়মানসিং | ৮ |
| ” ” রাম প্রসাদ হাজারী দেবিপুর, ছাউনি, জিয়াগঞ্জ | ৮ |
| ” ” উপেন্দ্র মোহন মল্লিক শ্রীরামপুর | ৮ |
| ” ” কেশব লাল চৌধুরী রাণাঘাট | ৮ |
| ” ” চন্দ্র কান্ত দাস ঠাকুরগঞ্জ, দিনাজপুর | ১০ |
| ” ” খড়্গেশ্বর বসু আকয়াব ব্রিটিশব্রহ্ম | ৮ |
| ” ” গিরীশচন্দ্র রায় গোয়ালপাড়া | ৫ |
| ” ” শশীভূষণ মুখোপাধ্যায় আগরপুর বাখরগঞ্জ | ৮ |
| ” ” সুধাচন্দ্র চৌধুরী বেলগাছি, ফরিদপুর | ৮ |
| ” ” ছকনলাল রায় চকদিগি | ১০ |
| ” ” আনন্দ নাথ রায় জপসা, মাদারীপুর | ২॥ |
| শ্রীযুক্ত রচফোর্ট সাহেব ত্রিপুরা | ১০ |
| ” ” গিরিশ চন্দ্র দত্ত বেনারস | ১ |
| ” ” উমাচরণ রায় চট্টগ্রাম | ৫ |
| ” ” উমেশ চন্দ্র বসু নড়াইল | ৮ |
| ” ” শ্যামলাল দত্ত নড়াইল | ৪ |
| ” ” কালী প্রসন্ন রায় সিঙ্গা, নড়াইল | ৮ |
| ” ” বরদা প্রসন্ন চক্রবর্ত্তী বরিশাল | ৮ |
| ” ” যাদব কিশোর ঘোষ নাগপুর | ৮ |
| ” ” দ্বারিকা নাথ চক্রবর্ত্তী প্লিডার ঢাকা | ৮ |
| ” ” চন্দ্র কুমার সেন প্লিডার ঢাকা | ৮ |
| ” ” মহেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় আম্বলা | ৪॥ |
| ” ” বলহরি ঘোষ চৌধুরী রামনগর, যশোহর | ৮ |
| ” ” ঈশ্বর চন্দ্র রায় মেখলীগঞ্জ, পাটগ্রাম জলপাইগুড়ি | ৫ |
| ” ” অনঙ্গ মোহন চৌধুরী তুষভাণ্ডার রংপুর | ৮ |
| ” ” কৃষ্ণ নাথ চক্রবর্ত্তী চালিতাবুনিয়া, বরিশাল | ১০ |
| ” ” উমেশ চন্দ্র রায় মজফাপুর | ৮ |
| ” ” প্রসন্ন কুমার চৌধুরী টাঙ্গাইল, ময়মানসিং | ৫ |
| মৌলবী আহাছনুর রজা লাডু, শ্রীহট্ট | ৮ |
| শ্রীযুত বাবু বিজয় গোবিন্দ চৌধুরী তাঁতিবন্দ পাবনা | ৮ |
| ” ” শশীভূষণ বসু বর্দ্ধমান | ৮ |
| ,, মতি লাল চৌধুরি বর্দ্ধমান | ৮ |
| ,, মতি লাল হালদার টকভর দারজিলিং | ৫ |
| ,, যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আরা | ৫ |
| ,, কেদার কিশোর আচার্য্য ময়মান সিং | ৫ |
| ,, ঈশান চন্দ্র বক্সি ধুবড়ি স্কুল | ২ |
| রাজা রাস বেহারি সিং ঝরিয়া | ১০ |
| শ্রীযুক্তবাবু ঈশ্বর চন্দ্র নাথ দালাল চিঙ্গড়া যশোর | ২৬ |
| ” ” নিশিকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় কালিপাড়া কাঁচাদিয়া | ৪ |
| ” ” অক্ষয় কুমার সেন রংপুর | ৮ |
| ” ” শ্যামা চরণ ভট্ট বহরমপুর | ৮ |
| ” ” হেম চন্দ্র রুদ্র নলহাটি | ৫ |
| ” ” বৈকণ্ঠ নাথ সামন্ত মায়াপুর, মলয়পুর, বহরমপুর | ৫ |
| ” ” দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় বহরামপুর | ৮ |
| ” ” নবীন চন্দ্র দে বাঁকিপুর | ৮ |
| ” ” হরিশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মুঙ্গের | ৬॥৵ |
| ” ” আনন্দ চন্দ্র মজুমদার হাটুরিয়া বরিশাল | ৫ |
| ” ” রাজেন্দ্র চন্দ্র রায় বরিশাল | ১০ |
| ” ” গোবিন্দ চন্দ্র তরফদার বগুড়া | ৩ |
| রায় ধনপত সিং বাহাদুর আজিমগঞ্জ | ৮ |
| শ্রীযুক্ত বাবু সিতারাম পাড়ে পাকুড় | ১০ |
| ,, উমেশ চন্দ্র রায় জাড়া | ৮ |
| ,, মথুরানাথ মুখোপাধ্যায় নশিপুর | ৫ |
| ,, অম্বিকা চরণ রায় চৌধুরি মধুবাণি | ৮ |
| ,, হরি চরণ ভট্টাচার্য্য শিরবাল পঞ্জাব | ৫ |
| ,, পুলিন চন্দ্র দাস কাছাড় | ১০ |
| ,, কালি কিংকর চক্রবর্ত্তি চিটাগাং | ৮ |
| ,, দুর্গাদাস দাস গোহাটী | ৮ |
| ,, গোলক চন্দ্র দত্ত দত্তগ্রাম, কালিহাটি, শ্রীহট্ট | ২৬০ |
| ,, শশি মোহন পাল লোহাজঙ্গ, ঢাকা | ৮ |
| ” ” মহেন্দ্র নারায়ণ ঘটক মেজেদিহি বালিগঞ্জ | ৮ |
| ” ” গোকুল কৃষ্ণ মুন্সি বাগজুরী, ঢাকা | ৪ |
| ” ” রামসুন্দর ঘোষ বাজিথপুর, বারাসাত | ৮ |
| ” ” দীন বন্ধু সেন বরিশাল | ৫ |
| ” ” কৈলাস চন্দ্র সেন বরিশাল | ৫ |
| ” ” রাম গোপাল সা আমলা সদরপুর | ৮ |
| ” ” কেদার নাথ সেন আলোয়ার | ১০ |
| ” ” কালী কিঙ্কর সেন রাজসাহী | ৮ |
| ,, রাখাল চন্দ্র রায় বরিশাল | ৮ |
| ,, আনন্দী কিশোর হাউলি মোহনপুর, আসাম | ১০ |
| ,, চন্দ্রনাথ রায় বরাই মানিকগঞ্জ | ৮ |
| ,, মহেশ চন্দ্র সেন ফরিদপুর | ৮ |
| ” ” তারিণী চরণ মজুমদার রংপুর | ৮ |
| ” ” পূর্ণ চন্দ্র সরকার শালিহাটি কাঁচাদিয়া | ৮ |
| ” ” স্বরূপ চন্দ্র গুহ বরিশাল | ১০ |
| সেক্রেটারী নাটোর ক্লাব নাটোর | ২ |
| ” ” যাদবানন্দা রায় বড় বাড়ী, রংপুর | ৭॥ |


## বিজ্ঞাপন।

সন ১২৮১ সালের ১৯ আষাঢ় হইতে জয়নগর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু রসিক মোহন বন্দোপাধ্যায় মহাশয় যে সমস্ত দেনা করিবেন তাহার জন্য জয়নগরের ৺ গৌর মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্রেরা দায়ী নহেন।

সাং জয়নগর শ্রীরমানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে আমাদের জমীদারির অন্তর্গত মৌজা পত্তনি ও পত্তনি মহালের অন্তর্গত মৌজে দর পত্তনি দেওয়া যাইবেক। যাহারা লইবার অভিলাস করেন তাঁহারা চকদিঘির জমীদারি কাছারিতে উপস্থিত হইলে দিবার বিষয় তাহাদের সহিত ধার্য্য করা যাইবেক। ঐ সম্বন্ধে কেহ পত্রাদি লিখিলেও উত্তর পাইবেন।

| নাম মৌজা | ডিবিজান | স্থিত জমা |
|---|---|---|
| জেলা বর্দ্ধমানের কালেক্টরি ৮৪ নং তৌজিভুক্ত লাট বেলুনির অন্তর্গত মৌজা | | |
| নিজ বেলুনি | মন্তেশ্বর | ২৩৯৯/১৮ |
| মৌজা বাকল্সা ও বস্তন | ঐ | ৭২৫৷৷৶৯ |
| মৌজা জোৎকারারি | ঐ | ২৭২/১৯ |
| মৌং উনুটে ও সারগাছি | ঐ | ১০৭৪৷৷১০ |
| জেলা ঐ ১৮ নং তৌজিভুক্ত লাট বড বৈনালের অন্তর্গত। | | |
| মৌং সর্ভ্যা | ঐ | ১৩৭৭৸৶৯ |
| মৌং উচিতপুর | রায়না | ৪৫০৷৵১৫৷৷ |
| যেহ মহাল দর পত্তনি বিলি করা যাইবক। | | |
| মৌং কোণ্ডর পাড়া | বর্দ্ধমান | ১৭৭০_১৭ |
| মৌং জোতভরথ | ঐ | ১১৭৸০ |
| মৌং এক্তারপুর | খণ্ডখোষ | ৪৪৬২৸/৩৷৷ |
| মৌং বোড় | রায়না | ৯০৬৸/৯৷৷ |
| মৌং কেশবপুর | ঐ | ৩৫০৶/১৮৷ |
| মৌং আচার্য্যপুর | ঐ | ১৩৪৮৷৷৵/১২৷ |
| মৌং কিং সজিপুর | সেলমাবাদ | ৬৮১৷৶/৩ |
| মৌং রসিকগঞ্জ | ঘাটাল | ৪৭৬৸১ |
| মৌং নিট্যাকুণ্ড | উলুবেড়িয়া | ১৩৪ |

চকদিঘি } শ্রীছকনলাল রায়।
সন ১২৮১। ১৯ আষাঢ় } শ্রীশশীভূষণ রায়।

**WANTED**

A Native Doctor for the "Sarail Annoda Charitable Dispensary" in Tipperah; salary Rs. 40 per mensem with house accommodation free. None but passed students, who have had for some time the charge of a charitable Dispensary and who knows English sufficiently to conduct all the business after the fashion of Government charitable Dispensary, should apply with copies of testimonials to the undersigned within three weeks from date.

DOORGA PROSANNA MOOKERJEA

Brahmunberiah
District Tipperrah
30th June 1874



এই পত্রিকা কলিকাতা বাগবাজার আনন্দ চন্দ্র চাটুর্য্যের গলি ২ নং বাটি হইতে প্রতি বৃহস্পতিবারে শ্রীচন্দ্রনাথ রায় দ্বারা প্রকাশিত হয়।